www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আয়ারাম গয়ারাম রাজনীতি

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

লিমকা বুকের নয়া নজির

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৫ মাঘ – ২১ মাঘ, ১৪২২ ঃ ৩০ জানুয়ারি – ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 14, 30 January - 5 February, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফায়দা লুটতে নেতাজি গেমশো

পার্থসারথি গুহ

দেশবরেণ্যদের নিয়ে বেসাতি কোনও দেশে হয়ে থাকে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সকলেই একবাক্যে বলবেন কখনই নয়। কারণ রাজনীতির মঞ্চে যতই একে অপরকে দোষারোপ করার ট্র্যাডিশন থাকুক না কেন দেশনায়কদের প্রশ্নে সবাই একাকার হয়ে যান। অথচ হালফিলে আমাদের দেশে যেভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তা এককথায় অনভিপ্রেত। কারণ নেতাজি নিয়ে এইসব রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে আকচাআকচি চলছে তা মোটেই জাতীয়বাদী আবেগের জায়গা থেকে নয়। বরং নির্বাচনী গণ্ডি অতিক্রম করতে কিংবা নিজেদের কলুষিত ভাবমূর্তি থেকে রক্ষা পেতে নেতাজিকে ঢাল করছেন এই রাজনৈতিক দলগুলি।

যদিও নেতাজি সম্পর্কিত বেশ কিছু ফাইল প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নজির গড়েছেন। হয়তো পুরোপুরি আবেগের প্রশ্রয়ে এই ফাইল প্রকাশ নয়, তাও বিগত কংগ্রেস এবং অন্যান্য সরকারগুলির থেকে নিঃসন্দেহে নিজেদের পৃথক করতে সফল মমতা–মোদি। যদিও কেন্দ্রের প্রকাশিত ফাইলগুলির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। প্রতি মাসে আরও ২৫ টি করে ফাইল প্রকাশ হবে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য একে কার্যত গিমিক আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে ২০১৬ তে পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই ভোট বৈতরণী পার হতেই নেতাজি তাস খেলতে চাইছেন মোদি। একইভাবে অসহিষ্ণুতা, জিএসটি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসে কংগ্রেসের চূড়ান্ত অসহযোগিতা ইত্যাদির রক্ষাকবচ হিসাবে নেতাজি কার্ড সামনে আনছেন নরেন্দ্র মোদি।

সারদা এবং একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে ক্রমাগত চাপের মুখে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ভাবাবেগকে হাতিয়ার করছেন বলেও মনে করছে বেশ কিছু রাজনৈতিক মহল। তবে ফাইল প্রকাশ করে মমতা যে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন তাকে কুর্নিশ করতে ভুলছেন না সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি খোদ এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাইহোকু দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু নিয়ে কৃষ্ণা বসু–সুগত বসুদের তত্ত্বকে উড়িয়ে দিয়েছেন মমতা তাও মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। মমতা সরকারের আমলে যে ফাইলগুলি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে অবশ্য খুব একটা নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে মোদি সরকারের প্রকাশিত ফাইলেও নেই বিতর্কিত জায়গাগুলি। এই অংশগুলি যতদিন না গোচরে আসছে ততদিন নেতাজি নিয়ে পরিস্কার তথ্য আসবে না জনমানসে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথা এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মমতা জানিয়েছেন, নেতাজি নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নচিহ্ন দূর হতে পারে একমাত্র পূর্বতন সোভিয়েত বা বর্তমান রাশিয়া থেকে তৎকালীন রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির এই সংক্রান্ত ফাইল ভারতের হাতে এলে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র যাতে রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলে সেই অনুরোধও জানিয়েছেন মমতা।

মমতা–মোদির এই নেতাজি পর্বের মধ্যে তাও দেশাত্মবোধ এবং নেতাজির প্রতি ভাবাবেগ রয়েছে। অথচ কংগ্রেস এবং সিপিএম তথা বামেরা বর্তমানে যে নেতাজি বন্দনায় নেমেছেন তার ফানুস বারংবার ফেটে যাচ্ছে। যে দল নেতাজিকে নির্বাচিত সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করেছিল, নানাভাবে বাধা দিয়েছে সেই কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি কিনা এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নেতাজির ছবিতে মালা দিচ্ছেন। আর যে কম্যুনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে 'তোজোর কুকুর' বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিল এখন তারাই নেতাজিকে সামনে রেখে ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছেন। সভায় সভায় বিমান বসু, সূর্যকান্ত, সেলিমরা নেতাজিকে নিয়ে 'কুমিরের কান্না' কাঁদছেন। সেদিনও বামেদের ঘরের লোক হয়ে থাকা নেতাজি পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসু আবার এই ভাবাবেগের ছত্রছায়ায় বিজেপিতে ভিড়ে গেলেন। স্পষ্ট সংবাদ মানুষের সামনে আনা যাদের ধর্ম এমন কিছু প্রথম শ্রেণির গণমাধ্যমও এই নেতাজি বেসাতিকে হাওয়া দিতে সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছে। নেহেরুর সঙ্গে নেতাজির সম্পর্ককে 'মধুর' করে দেখাতেও ইদানীং এরা নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ শীতের কলকাতায় সার্কাসের হরেকরকম তাবু, নাট্য উৎসব, ভোজন উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে রাজনৈতিক নাট্যলীলার নেতাজি পালাও শেষ পর্যন্ত দেখতে হচ্ছে আমাদের।

নেতাজি পালা

নেতাজি রহস্য উদ্ঘাটনে সোচ্চার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি জানালেন রাশিয়া থেকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রকে সক্রিয় হতে।

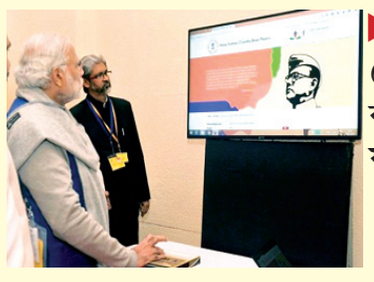

মমতার পথ ধরে মোদিও প্রকাশ করলেন নেতাজি ফাইল।

একদা নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলা সিপিএমের বর্তমান পলিটব্যুরো সদস্যদের মুখে এখন উল্টো সুর।

নেতাজির মৃত্যু প্রমাণ করতে মরিয়া নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো অবশেষে মাঠে নামালো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে।

নেতাজির পরিবারের একদা বাম সদস্য এই দোলাচলে যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নেতাজি সংক্রান্ত ১০০টি গোপন ফাইল প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন আসল সত্য উদ্ঘাটনের। এরই মধ্যে সারা দেশে পালিত হল নেতাজি জয়ন্তী।

রবিবার : একশো দিনের কর্মীদের কাজের টাকা নিয়ে অভিযোগ ও দালালদের দৌরাত্ম শেষ হতে চলেছে এবার। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্মীদের টাকা এবার অনলাইনে সরাসরি জমা পড়বে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

সোমবার : পাঠান কোটের হামলায় পাক প্রমাণ স্পষ্ট হল। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকবেন বলে কথা দিলেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ওঁলাদ। ওবামাও কথা দিয়েছেন ভারতের পাশে থাকার।

মঙ্গলবার : দেশ জুড়ে পালিত হল ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস। দিল্লিতে কুচকাওয়াজে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া ওঁলাদ। কলকাতার রেড রোড সহ সারা রাজ্যেও বেজে উঠল সাধারণতন্ত্রের জয়গান।

বুধবার : চিনকে এবার উচিত শিক্ষা দিল ভারত। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এবার উপগ্রহ নজরদারি কেন্দ্র গড়তে চলেছে ভারত। প্রতিবেশি দেশগুলি যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ জারি রেখেছে তাতে এই পদক্ষেপ জরুরি।

বৃহস্পতিবার : ঝাড়খন্ডের পালামৌতে মাওবাদী হানায় প্রাণ হারালেন ৬ পুলিশ কর্মী। ঝাড়খন্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে এখনও মাওবাদীরা সক্রিয় এবং সরকার যে এখনও সক্রিয় নয় তার প্রমাণ এই হামলা।

শুক্রবার : কামদুনি মামলার রায় বেরোলো। তবে শাস্তি ঘোষণা পরদিন। বেকসুর খালাস পেল ২ জন। ৬জন শাস্তি পাবে। একজন ইতিমধ্যেই মৃত। যারা প্রমাণাভাবে খালাস পেল তাদের নিয়ে সাড়া পড়েছে। দুতরফই ভাবছে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবে।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভেঙে পড়ছে নেতাজি ভিটে, বঞ্চিত অগণিত মানুষ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

২৩ জানুয়ারি বিশ্ববরেণ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৯ তম জন্ম দিবসে কোদালিয়ার পৈতৃক ভিটেতে প্রত্যেকবারের মত এবারেও এসেছিলেন অগণিত মানুষ, স্কুল পড়ুয়া ও কচিকাঁচারা। কিন্তু দেখা গেল না নেতাজির ব্যবহৃত জিনিস পত্র। বাইরে থেকে ফিরে গেল সকলে। কারণ সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারেরা বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে গিয়েছেন। আশঙ্কা বেশি লোক দোতলায় উঠলে বিপদ ঘটতে পারে।

উল্লেখ্য প্রায় ২৫০ বছর বয়সের এই বাড়িটি দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে জীর্ণ অবস্থায়। দেওয়ালে টোকা মারলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ আওয়াজ হয়, বারান্দার উপরের টালি নিচে কাঠ দিয়ে কোনও রকমে ঠেকা দেওয়া হয়েছে, ঘরের ভিতরে কড়ি কাঠে ঘুন ধরে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরিটেজ ঘোষণা করেছিলেন নেতাজির পৈতৃক ভিটে বাড়িটিকে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৬৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বাড়ির চারপাশে সুন্দর করে তোলার জন্য। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির পাশে পুকুরের চারদিক ঘিরে বসার জায়গা, আলো বসানো, রাস্তায় ত্রিফলা বাতি, পাকা ড্রেন, তিন দিকের রাস্তায় ঢোকার মুখে বিশাল কংক্রিটের গেট, নতুন পিচ ঢেলে রাস্তা হয়েছিল। শুধু তাই নয় পৈতৃক বাড়ির পুরনো পাঁচিল ভেঙে নতুন পাঁচিল দেওয়া হয়।

কিন্তু সব কাজ বর্তমানে অসমাপ্ত অবস্থায় থমকে গিয়েছে। কাউন্সিলর এবং রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন নেতাজির পরিবারের কিছু অংশীদার হেরিটেজ ঘোষণার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তারপর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব কাজ। নেতাজি প্রিয় মানুষের কাছে বন্ধ হয়েছে প্রিয় নায়কের স্মৃতিস্পর্শ অনুভব করার সুযোগ। সরকার–পরিবারের দ্বৈরথে অচিরেই হয়ত ভেঙে পড়বে সংস্কারহীন বিপজ্জনক বাড়িটি। অথচ এবারও ২৩ জানুয়ারি সকাল থেকে বোসপাড়ায় পৈতৃক ভিটের মাঠে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকালে নেতাজির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে। পুণ্য জন্ম লগ্নে দুপুর ১২–১৫ মিনিটে বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি। অনুষ্ঠিত হল থাইরয়েড পরীক্ষা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্যের গান দিয়ে শেষ হল অনুষ্ঠান। কয়েক হাজার মানুষ নেতাজি ভিটের সামনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালেন। কিন্তু কবে এই সমস্যা মিটাব তার হদিশ পাওয়া গেল না।

আমরা মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম : সেলিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কংগ্রেসকে নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে বাম ঐক্য গড়ে তুলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বাম ভোটারদের কাছে যাওয়ার বার্তা দিলেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। বুধবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের কাছে ধর্না ও অবস্থান মঞ্চ থেকে এই বার্তা দিয়ে আত্মসমালোচনার সুরে সেলিম বলেন, 'মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি। আমরা মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। হয়ত আমরা অনেককে দূরে সরিয়েও দিয়েছিলাম। সেই মানুষরা এখনও আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। পথে নামবে কিনা ভাবছেন। আমাদের সেই মানুষদের কাছে যেতে হবে এবং পথে নামাতে হবে। পাশাপাশি সমস্ত বাম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। গাড়ি যখন দৌড়য় তখন কারোর কথা মনে পড়ে না। কিন্তু গাড়ি যখন গর্তে পড়ে যায়, তখন সবাইকে হাত লাগাতে হয়। ডেকে নিতে হয় গ্রামের মানুষদেরও। তবেই গাড়ি উঠে আবার চলতে শুরু করে।' বামফ্রন্টের ডাকে পঞ্চায়েত দুর্নীতি, চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের শাস্তির দাবি–সহ একগুচ্ছ ইস্যু নিয়ে ছিল মহকুমা শাসক শান্তনু বসুর কাছে ডেপুটেশন ও সভা। তবে মহকুমা শাসক শান্তনু বসু উপস্থিত ছিলেন না। স্থানীয় হাসপাতাল মাঠ থেকে বিশাল মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে আসেন বাম কর্মী–সমর্থকরা। পুলিশের হিসেবে এদিনের মিছিলে প্রায় হাজার দশেক মানুষ হাঁটেন। বক্তব্য রাখেন শমীক লাহিড়ী, ঋষি হালদার, গৌতম রায়। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূল সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে সেলিম বলেন, 'গত সাড়ে চার বছরে প্রাইমারি টেট, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ে চরম দুর্নীতি হয়েছে। আসলে ফোর টোয়েন্টি সরকার হলে যা খুশি তাই বলা যায়। মুখ্যমন্ত্রী হাওয়াই চটি পরে সারা রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু হেলিকপ্টার ছাড়া যেতে পারেন না। তাই রাজ্য জুড়ে চলছে হেলিপ্যাড তৈরি। জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রীর নানান আজগুবি ফরমানে অফিসাররা তটস্থ থাকেন। সুন্দরবনে গিয়ে নদীবক্ষে টেনিস থেকে বোলপুরে গিয়ে মাছ ধরতে চান। পাহাড়ে গিয়ে চা বাগানে যান না। ধান, আলুর দাম না পেয়ে কৃষকরা আত্মহত্যা করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর উৎসব, মোচ্ছবের বহর বাড়ে। সাড়ে চার বছর পর মানুষ জবাব চাইছেন।' বিদ্রুপ করে সেলিম বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে মোদি এসে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত নিয়ে কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উল্টে মমতাও মোদির কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরাবেন বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পর দেখলাম মোদিভাই আর দিদিভাইয়ের মধ্যে এখন সেটিং হয়ে গিয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এলে চিটফান্ডের সঙ্গে জড়িত সব নেতাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব। নিলাম করে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরাবো।'

ছাতিম ছাল সুগারের মহৌষধ দাবি প্রহ্লাদের

কুনাল মালিক

ছাতিম গাছের ছালের রস সুগারের যম। নামি দামি কোম্পানির অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে যখন অনেকেই হতাশ এই নিঃশব্দঘাতক সুগারের কাছে তখন নিতান্ত ছোটবেলার পাড়া গাঁয়ের গাছ–গাছালির কিছু ঘরোয়া স্মৃতিকে সম্বল করে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস। ৪৭ বছরের প্রহ্লাদ বাবু মাস তিনেক আগে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বর, গা ব্যথা, মাথা ধরা, ঘন ঘন প্রস্রাব, মুখ তিতো হয়ে যাওয়া নানা উপসর্গ দেখা দেয়। প্রহ্লাদ বাবুর বাবা–মায়ের সুগার ছিল। বাবা যতীন্দ্রনাথ দাস ৯১ সালে মারা যান। মা এখনও জীবিত। প্রহ্লাদবাবু হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন, সুগারের ফাস্টিং ২৯৩, পিপি ৪১৫। আঁতকে ওঠেন প্রহ্লাদবাবু। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথি কোনও ওষুধই তিনি পছন্দ করতেন না। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা থানার ধনিরামপুর গ্রামে প্রহ্লাদবাবু দেখেছেন, ম্যালেরিয়া হলে গ্রামের লোক ছাতিম গাছের ছাল বেটে রস খেতো। তাতেই ম্যালেরিয়া ভালো হয়ে যেত। প্রচণ্ড কটু স্বাদের ছাতিম গাছের ছালকেই আঁকড়ে ধরলেন প্রহ্লাদবাবু। সকাল বিকালে দুকাপ করে সপ্তাহ খানেক খাবার পর ম্যাজিকের মতো কাজ করল, অন্যান্য উপসর্গগুলোও ভ্যানিশ। রাতে ভালো ঘুমও হল। সপ্তাহ খানেক পরে রক্ত পরীক্ষা করে প্রহ্লাদবাবু অবাক। সুগার লেবেল একদম নর্মাল। নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছেন। এরপর এই ঘটনা হাসপাতালে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। হাসপাতালের হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পশুপতি ঘোষ ৩৬ ইউনিট ইনসুলিন নিতেন। এখন ছাতিমের ছালের রস খেয়ে মাত্র ১০ ইউনিট ইনসুলিন নেন। নেপালগঞ্জের বস্ত্র ব্যবসায়ী অরবিন্দ সানি হার্ট, কিডনি, প্রস্টেট নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনিও প্রহ্লাদবাবুর কথা শুনে দুবেলা দু কাপ রস খেয়ে দিব্যি আছেন।

এখন প্রহ্লাদবাবু ছাতিমের স্বপ্নে বিভোর। তিনি স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের কাছে গিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার জন্য। ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদিক ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর ডঃ জয়রাম বাগচির সঙ্গেও দেখা করেছেন প্রহ্লাদ বাবু।

প্রহ্লাদ বাবুর দাবি, সরকারি ভাবে যদি ছাতিমের ছাল নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাহলে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। তাঁর আরও দাবি শুধু সুগার নয়, হার্ট, প্রেসার, কোলেস্টরল, হাইপো থাইরয়েড, সিফিলিস, মেয়েদের জরায়ুর সিস্টেও অবর্থ্য কাজ করে ছাতিম ছালের রস। কোনও সাইড এফেক্ট নেই। সুগার ফল হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। প্রহ্লাদবাবু অবশ্য স্বীকার করেন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তিনি এর প্রয়োগ এখনও করেননি। প্রহ্লাদবাবু বলেন, অন্য ওষুধ খেলেও, ছাতিমের রস খাওয়া যায়। সাধারণ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দরকার নেই। সুস্থ লোকেরাও রোগ প্রতিরোধ করতে খেতে পারেন। প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের রাজ্য সহ সারা বিশ্বে সুগার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ছাতিমের ছাল নিয়ে গবেষণার জন্য স্বাস্থ্য দফতরের আয়ুশ শাখাকে নির্দেশ দেন, তাহলে আগামী দিনে মানুষের ভীষণ উপকারে লাগতে পারে।

ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব আয়ুর্বেদিক ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর ডঃ জয়রাম হাজরা এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। তবে আরও গবেষণার দরকার। ছাতিমের ছালের রস ম্যালেরিয়ার পক্ষে উপকারী। তাই মানবদেহের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু সুগারসহ নানা রোগ সারে কিনা তা গবেষণার বিষয়। আমরা ভাবনা চিন্তা করছি।

আমেরিকা–ইউরোপে ত্রাণের আশা

মার্চ–এপ্রিল থেকে ভারতের বাজার উর্দ্ধগামী হওয়ার সম্ভাবনা

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাস ঘাঁটলে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে চলে আসছে। তা হল প্রতি ৮ বছর অন্তর ভারতের এই অর্থনৈতিক সূচক ধসের কবলে পড়ে। ১৯৯২,২০০০ এবং সর্বোপরি ২০০৮–এর ভয়াবহ পতনের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে সেই আট বছরের ব্যবধান। অনেকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এবারের বাজার ২০১৬ শুরুর পরেই যে চোরাবালির নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে তা ভীষণ উদ্বেগজনক। গত কয়েকটি লেখা বা প্রতিবেদনে আমরা ক্রমশ পতনের গল্পই করে যাচ্ছি। আসলে নিফটি ৮ হাজারের ঘর থেকে ৭২০০–র চত্বরে চলে আসা মারাত্মক খারাপ প্রবণতা হিসেবেই চিহ্নিত। এই লেখা চলার আগের সপ্তাহে দীর্ঘ পতনের বাজার সাময়িক স্থিতাবস্থা খুঁজছিল। দেখা গিয়েছে কিছুটা রিলিফ র‍্যালিও। কিন্তু সোমবার সপ্তাহের প্রথমদিনে ফের সে গুড়ে যেন বালি দিতে চাইছে ভারতের বাজার। একইসঙ্গে প্রমাণ পাচ্ছে বিদেশিরা কিছুতেই ভারতের বাজারে ক্রেতা হচ্ছেন না। আর কে না জানে যতদিন পর্যন্ত এই এফআইআই অর্থাৎ বিদেশিরা এদেশে কেনাকাটা করবেন না ততদিন ভারতের বাজার কিছুতেই ওপরের দিকে ধাবিত হবে না। ডিআইআই বা ভারতীয় লগ্নিকারীরা একটা মোটা অংশের ক্রয় প্রায় রোজ করছেন। কিন্তু বিদেশিরা ফিউচার মার্কেট এবং ইনডেক্সে যেভাবে বেলাগামভাবে বেচে চলেছেন তাতে করে বাজারের বৃদ্ধি ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

তাহলে শেয়ার বাজারের ভালো সময় কি আপাতত অতিবাহিত? যারা এতদিন বুল বা তেজি মার্কেটের কথা বলে আসছিলেন তাদের মুখে আর রাম নাম নয়, ভূতের নাম অর্থাৎ মন্দার গল্প স্থায়িত্ব পাচ্ছে। এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দুনিয়ার ট্রেডারের মনে। আতঙ্কের কালো ছায়া হঠাৎ করেই গ্রাস করছে এই অর্থনৈতিক বাজারকে। শুধু ভারতের বলে নয় এই মন্দার আবহে এখন কম্পমান আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো উন্নত দেশও। আসলে ভারতের পরিস্থিতি মোটেই সেভাবে খারাপ নয়। অন্তত বিদেশের নিরিখে এ দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এমনকি দাপুটে চিন যখন ডুবন্ত নৌকার মতো বেহাল হয়ে পড়ছে ক্রমশ তখন ভারত মাথা উচু করে বিরাজমান। তাও এই 'সব পেয়েছির ' আমলেও ভারতের বাজার কেন এভাবে পড়ছে।

এই তো কদিন আগেই আট হাজারের ঘর ভেঙেও ভারতের নিফটি ফের তড়তড়িয়ে বেড়ে চলছিল। তার প্রধান কারণ মার্কিন তথা বিদেশি ক্রেতারা বেশ ভালোরকম কেনাকাটা শুরু করেছিল ভারতের বাজারে। তার এই ছন্দ পতন কেন? আর এত দ্রুততালেই বা পড়তে শুরু করল বাজার। এর উত্তর কিন্তু বিদেশের খারাপ খবর মোটেই নয়। বরং ভারতীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণ চিত্র এখন প্রতিফলিত হচ্ছে ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সে। কংগ্রেসের একটা অদ্ভুত কালীদাস মার্কা গোঁ–র জন্য সারা দেশকে ভুগতে হচ্ছে। এই যে জমি বিল বা পণ্য পরিষেবার মতো বিল রাজ্যসভার গেরোয় আটকে যাচ্ছে তা কংগ্রেসের গোঁয়ার্তুমির রাজনীতির জন্য এটা এখন এদেশের শিশুরাও জানে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি নাকি এই জঙ্গিপনা রাজনীতি শিখেছেন এ রাজ্যের সদা মুখর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই। এটা স্বয়ং সোনিয়াজীই ফাঁস করে দিয়েছেন। এটা যদি সত্যি হয় তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে দেশের অর্থনীতির হালহকিকৎ কি হতে যাচ্ছে। এ রাজ্যের সিঙ্গুর থেকে তৎকালীন বিরোধীদের তাড়নায় চলে যেতে হয়েছিল টাটাদের। রাজ্য হারিয়েছিল এক বিশাল কর্মভাণ্ডারের সুযোগ। সেই নেতিবাচক রাজনীতির ব্যাটন যদি মমতার হাত থেকে সোনিয়াজী নিয়ে থাকেন তা হলে অচিরেই এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাবে ব্যাপক সংখ্যক বিদেশি পুঁজি। বিশ্বায়নের এই ভরা বিশ্বে নিতান্ত খরার কবলে পড়তে হবে ভারতীয় অর্থনীতিকে। কংগ্রেসের এই স্যুইসাইড রাজনীতির জেরে সারা বিশ্বে নিন্দিত হচ্ছে ভারত সরকারের মনোভাব। অথচ এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। কারণ, লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভার ঘাটতির জন্য আজ এতো গুরুত্বপূর্ণ বিল থমকে দাঁড়াচ্ছে। এটাও ঠিক ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি এই জিএসটি সহ অনেক বিল পেশে ব্যাপক বাধা দিয়েছে। তার প্রতিশোধ এখন তুলছে কংগ্রেস। বিজেপি–কংগ্রেসের এই সংকীর্ণ কাজিয়ায় ভুগছে ভারতের অর্থনীতি। গোটা বিশ্বের কাছে মাথা হেঁট হচ্ছে ভারতের। অথচ জিএসটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হয়ে থাকলে ভারতের বাজার এতটা খারাপ কিছুতেই হত না।

এখন আবার বামপন্থীদের বিশ্বায়ন বিরোধী মনোভাবের শরিক হয়ে উঠেছে কংগ্রেসও। ফলে এতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিএসটি এবং জমি বিল আটকে যাচ্ছে। যেহেতু ঘরোয়া রাজনীতির সাত–পাঁচ দেখবে না বিদেশি লগ্নিকারীরা তাই ভারতে নতুন করে পুঁজির আগমনও আটকে যাচ্ছে। বামপন্থীরা প্রথম থেকেই আদর্শগত কারণে এইসব বিলে সহমত হয় না। কিন্তু কংগ্রেস এর আগে একাধিকবার বিশ্বায়নের পক্ষে সওয়াল করতে এই ধরনের বিল এনেছে। তাছাড়া এফডিআই বা পূর্ণাঙ্গ বিদেশি পুঁজির পক্ষে ওকালতি করতে বারংবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে কংগ্রেসের সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। তাই এখন কংগ্রেসের এই বিরোধিতা যে শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতির জন্যই করা তা প্রকটিত হচ্ছে। ফলে কংগ্রেসের ঘরের মধ্যেও চাপ বাড়ছে সোনিয়া–রাহুলের প্রতি। আসলে নেহেরুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই গান্ধি পরিবার বামঘেঁষা সমাজতন্ত্রের ধারক –বাহক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে বহুবার। একগুঁয়ে রাজনীতির এই দিকটা পছন্দ করে না কংগ্রেসেরই একটা বড় অংশ। গান্ধি পরিবারের প্রতিপত্তির আড়ালে তা চাপা পড়ে থাকলেও খারাপ সময় ফের প্রকাশ্যে আসছে সেই দ্বন্দ্ব। যা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে সোনিয়াদের। তার ওপর সীতারাম ইয়েচুরি সিপিএমের সর্বোচ্চ পদে বসার পর থেকে কংগ্রেস সিপিএমের সখ্যতা বাড়ছে। দলের মধ্যে মনমোহন – চিদম্বরমদের লবি এর বিরোধিতা করছে। তাঁরা সোনিয়াদের বোঝাচ্ছেন জিএসটি সহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিরোধিতা করলে তরি ডুববে নিজেদেরই। ভবিষ্যতে দিল্লির তখতে কংগ্রেস বসলে তাদের ক্ষেত্রে বুমেরাং হবে এখনকার নেতিবাচক রাজনীতি।

ঘরোয়া রাজনীতির এই আকচাআকচির পাশাপাশি বিদেশের বাজারে হঠাৎ করেই কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্ক ফেবার ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন আমেরিকা এবং ইউরোপ জুড়ে নাকি বড় সংশোধনী বা কারেকশন দেখা দেবে। সেই অঙ্ক মেনে রোজই প্রায় নিচে আসছে বিদেশি বাজারগুলি।ঘরের পাশাপাশি বিদেশ থেকে এই নেতিবাচক বার্তা আসায় চাপে পড়ে গিয়েছে ভারতের সূচকগুলি। সবার নজর এখন কতটা খারাপ হতে পারে বাজার সেদিকে। ইতিমধ্যেই তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে ২০০৮–এর সেই কালা বছরের সঙ্গে। রিসেশনের আতঙ্ক ক্রমে গ্রাস করছে বাজারকে। বেশ কিছু আর্থিক পণ্ডিত অবশ্য এও জানাতে ভুলছেন না যে এই বাজার যতটাই খারাপ হোক না কেন, কখনই তা ২০০৮–র মতো খারাপ হবে না। বরং অনেক আগে থেকেই নিফটি–সেনসেক্সের চাকা উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠবে। সেই প্রমাণ এখন না মিললেও অচিরে মিলবে কিনা জবাব দেবে ভবিষ্যত। তবে একটা কথা ঠিক শত বিশ্ব ঝঞ্ঝার মধ্যে ভারতের পক্ষে বৃদ্ধির ক্রম উন্নয়নের হার নিশ্চিতভাবে ইতিবাচক। যা বিশ্বের অন্য দেশের থেকে অনেকাংশেই বেশি। এখন সেই জায়গাটা ভারত কিভাবে বজায় রাখতে পারে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

মার্কিন মুলুক এবং ইউরোপ থেকে একটা ত্রাণের বার্তা আসতে শুরু করেছে এই ক্রমাগত পতনের পরে পরেই। ফলে আপাতভাবে সেটা রক্ষাকবচ হয়ে উঠলেও উঠতে পারে বিশ্ব বাজারের জন্য। পাশাপাশি সুদের হার বাড়ানোয় আমেরিকার ফেড আবারও যদি লাগাম দিতে শুরু করে এমতাবস্থায় তাহলে সেসব দেশের অর্থ ভারতের মতো দেশে প্রবেশ করতেই পারে। যা এই নিম্নগমনের রাস্তাটা কিছুটা হলেও রোধ করতে পারে। শেষপর্যন্ত যা খবর সেই অনুযায়ী ভারত তথা বিশ্ব বাজার আগামী মার্চ কোয়ার্টারের পর থেকে পরিপূর্ণভাবে ঘুরতে পারে। তার আগে পর্যন্ত অস্থিরতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ জানুয়ারি – ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

মেষ : সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে আশাপ্রদ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান এবং কর্মে উন্নতর যোগ রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে প্রেম–প্রীতিতে শুভফল পাবেন।

বৃষ : ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। পূর্বের চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজগুলিতে এখন হাত দিতে পারেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পতি বা পত্নীর অসুস্থতার যোগ। শিরঃপীড়া ও ডানচোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ হতে পারে।

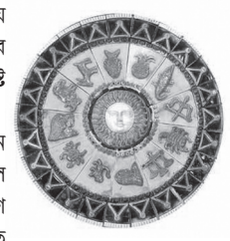

মিথুন : নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। দায়িত্বশীল কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভাগ্যের উন্নতির পথে শুভ লাভ।

কর্কট : লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার অগ্রসর বা উন্নতির পথে সহায়ক হবে। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। আর্থিক বিষয়ে শুভ যোগ। তেজ বা ক্রোধ কমান।

কন্যা : মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল রয়েছে। বন্ধুদের সাথে মনের কথা না বলাই ভালো। মাঝে মাঝে মানসিক শান্তির অভাব হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা : প্রেম প্রীতিতে বাধা নেই। আর্থিক বিষয়ে ও শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করতে হবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। শত্রুর দ্বারা ক্ষতি। পায়ে চোট লাগার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সম্মান বাড়বে। পিতার পক্ষে শুভ সময়।

বৃশ্চিক : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা পাবেন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ আছে। সঞ্চয়ে বাধা আছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাত বা বাতজাতীয় ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

ধনু : শরীর নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। নিজের চেষ্টায় অনেক অসাধ্য কাজ সফল করতে পারবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। সাবধানে থাকাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে ভালো ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ধৈর্য ধরে থাকলে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারবেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। শারিরীক অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।

কুম্ভ : অযথা মাথা গরম করবেন না। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। আয় ভাল হবে, চিন্তা করে কাজ করবেন।

মীন : ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন।

অনবদ্য সুভাষ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বছরগুলির মতো এবারও বিষড়া শক্তি সংঘের দক্ষ পরিচালনায় ফলতা ইকনমিক জোন ১ নং সেক্টরের পাশের ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ৮ দিন ব্যাপী সুভাষ মেলা। ২৩ জানুয়ারি সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান দিয়ে শুরু হয়ে মেলা শেষ হচ্ছে ৩১ জানুয়ারি রাত্রের বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে।

শীতের আমেজে জমজমাট মেলার সঙ্গে এখানে উপরি পাওনা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। বাউল, গাজন, যাত্রা থেকে প্রত্যেকদিন এখানে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ঝাঁ চকচকে রিয়েলিটি শো–এর যুগে এই মঞ্চে প্রতিযোগিতা ঘিরে অংশগ্রহণকারি কচি কাঁচা ও অভিভাবকদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিন নানা অতিথিবরণ, খ্যাতনামা শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান যেমন এলাকায় খুশি ছড়িয়ে দিয়েছে তেমনই ক্রীক্ষা প্রতিযোগিতাও মন মাতিয়েছে। এককথায় সুভাষ মেলা এবারেও অনবদ্য। বিষড়া শক্তিসংঘের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সদস্যরা এজন্য ধন্যবাদের যোগ্য।

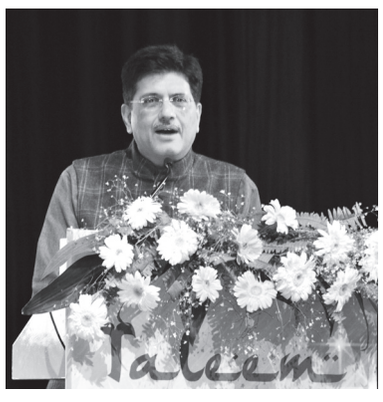

'তালিম কি তাকাত' নামে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা ও বিকল্পশক্তি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পিযুশ গোয়েল। অনুষ্ঠানটি হয় গত ২৮ জানুয়ারি সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে। শিক্ষাই উন্নয়নের সোপান এই অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয়।

জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অর্ন্তগত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিনে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহড়ু সুপার মার্কেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
দূরভাষ – ০৩২ ১৮–২২৩৬৮৫

১০৬(২)/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৮.০১.১৬

কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অর্ন্তগত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিনে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
দূরভাষ – ০৩২ ১৮–২৪৮০৮৪

১০৫(২)/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৮.০১.১৬

Govt. of West Bengal
Department of Food & Supplies
Office of the District Controller, South 24 Parganas,
Alipore, Kolkata–27

RE – TENDER NOTICE

A Re–tender notice is floated for appointment of Handling contractor for all Govt. & Hired godowns under F & S Department, South 24 Pgs. Information is available at the office of the DCF&S, South 24 Pgs. during the office hour the tender form will be sold on & from 29.01.2016 to 04.02.2016 and web site of http://s24pgs.gov.in

Last date of submission of the Re–render in prescribed from is on 05.02.2016 upto 2:00 p.m.

Sd/–
District Controller (F&S),
South 24 Pgs.

114/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৯.০১.১৬

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা প্রেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রায়দিঘিতে পাওয়া গেল বুদ্ধমূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের রায়দিঘি এলাকার প্রাচীন দিঘিতে মাটি কাটার সময় উদ্ধার হল কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি। সাড়ে চার ফুট উচ্চতার এই মূর্তিটি সপ্তম–অষ্টম শতকের বলে অনুমান স্থানীয় প্রত্ন গবেষকের। পাশাপাশি এলাকার কঙ্কনদিঘিতে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রমাণ আরও দৃঢ় হল।

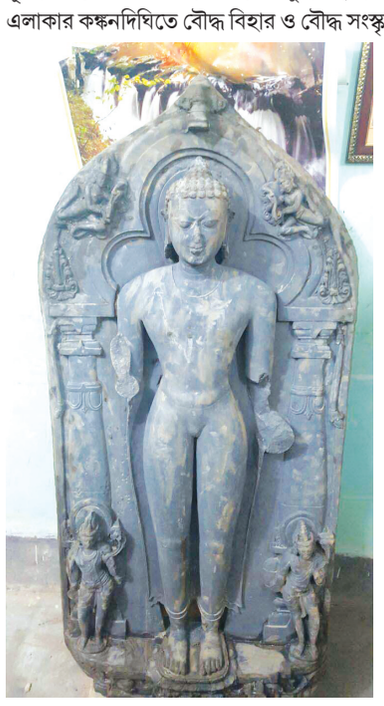

মূর্তিটি আপাতত রায়দিঘি থানায় রাখা আছে। মূর্তিটি মিউজিয়ামে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গা বসু। এলাকার প্রাচীন দিঘি হিসাবে খ্যাত রায়দিঘি। প্রায় ৩০ একর এই দিঘি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় মজে গিয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে দিঘিটি সংস্কার শুরু করেছে। জেসিবি দিয়ে চলছিল দিঘি সংস্কারের কাজ। মঙ্গলবার দুপুরে মাটির সঙ্গে ওঠে বুদ্ধ মূর্তিটি। খবর চাউর হতেই এলাকার মানুষ ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কালো পাথরের এই বুদ্ধ মূর্তিটি দাঁড়ানো ভঙ্গিতে রয়েছেন। মূর্তির পেছনে একটি মন্দিরের অনুকৃতি রয়েছে। বুদ্ধ মূর্তির দু'দিকে দুই দেবীর মূর্তি আছে। মূর্তিটির উপরে আছে উড়ন্ত পরী। এই মূর্তির গায়ে কোনও অলঙ্কার নেই। মূর্তিটি অপূর্ব সুন্দর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্ন গবেষক দেবীশংকর মিদ্দ্যা বলেন, 'এই বুদ্ধ মূর্তিটি খ্রিষ্টিয় সপ্তম–অষ্টম শতকের। এর আগেও এই দিঘি থেকে ২টি বুদ্ধ মূর্তি পেয়েছিলেন সুন্দরবন গবেষক কালীদাস দত্ত। এই এলাকার কঙ্কনদিঘিতে চলছে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন। সেখানে থেকে আবিষ্কার হয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান নিদর্শন। মিলেছে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আবাস। সব মিলিয়ে এই মূর্তি পাওয়ার পর সুন্দরবনের এই এলাকায় বৌদ্ধ বিহারের দাবি আরও দৃঢ় হল।' প্রত্ন গবেষক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গা বসু এই এলাকার খননের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নেতৃত্বে চলছে খননের কাজও। মূর্তি উদ্ধারের পর তিনিও বৌদ্ধ সংস্কৃতির গবেষণায় নতুন দিশা দেখছেন। বৌদ্ধ মূর্তিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ক্যানিং অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ২৭ জানুয়ারি বুধবার ক্যানিং–১ ব্লকের হেলিকপ্টার মোড় এলাকায় রাজ্যের অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা দফতরের উদ্যোগে নির্মিত ক্যানিং অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। এদিকে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দিয়ে নির্মিত এই কেন্দ্রের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা অগ্নিনির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা দফতরের আধিকারিক গৌতম মুখোপাধ্যায়, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস প্রমুখ। জেলা অগ্নিনির্বাপন দফতরের আধিকারিক গৌতম মুখোপাধ্যায় জানান এই কেন্দ্রে থাকবে ১টি ইঞ্জিন, পাম্প, আধিকারিক সহ ২৪ জন কর্মী এবং অগ্নিনির্বাপনের সরঞ্জাম।

অসুস্থ মাকে স্টেশনে ফেলে পালাল ছেলে

মেহেবুব গাজি

মাস ছয়েক আগের কথা। ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে খিদের জ্বালায় কান্নাকাটি করছিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধা। অনেকেই দেখে চলে গেলেও মুখ ফেরাতে পারেন নি বছর পঁচিশের অভিজিৎ সিং। অশীতিপর বৃদ্ধাকে খেতে দিয়েছিলেন। খাওয়ার পর বৃদ্ধা অভিজিৎকে বলেছিলেন, 'বাবা তুমি আমার ছেলেকে একটু খুঁজে এনে দেবে। আমাকে ডাক্তার দেখাবে বলে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে বসতে বলে ওরা সেই যে গেল আর এল না। কোথায় গেল বলতে পারবে বাবা।' বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর ছ'মাস কেটেছে। কিন্তু আজও বৃদ্ধা উর্মিমালা রায় ছেলে–বৌমার ফেরার আশায় বসে থাকেন।

নিজের বাড়ির ঠিকানা ঠিক মত বলতে পারেন না বৃদ্ধা। শুধু বলেন গ্রামে নাম শিসচন্দ্রপুর। কৃষক পরিবারের ঘরণী ছিলেন বৃদ্ধা। বিঘে দশেক জমি আছে পরিবারের। স্বামী সুকল্যাণ রায় বেশ কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। দুই ছেলে সুবোধ রায় ও পরিমল রায়। দুই ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড় ছেলে সুবোধের কাছেই থাকতেন বৃদ্ধা। তাঁর বাঁ পা ও বাঁ হাতটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। সেই থেকে ঠিকমত হাঁটাচলাও করতে পারেন না বৃদ্ধা। কথাও অস্পষ্ট। নিত্যদিন

ছেলে–বৌমা অত্যাচার করতেন তাঁর ওপর। বেশিরভাগ দিন এক মুঠো খেতেও দিত না। অসুস্থ হওয়ার পর অত্যাচার আরও চরমে উঠেছে। সেইসময় ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে স্টেশনে বসিয়ে চম্পট দেয় বৃদ্ধার ছেলে–বৌমা। অভিজিৎ বৃদ্ধাকে নিয়ে তুলেছেন ডায়মন্ডহারবার রাজার তালুক এলাকার একটি প্রতীক্ষালয়ে। এই প্রতীক্ষালয়ে দিন–রাত কাটে বৃদ্ধার। প্রতিদিন বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার এনে বৃদ্ধাকে খাইয়ে যান অভিজিৎ।

এই সংবাদ পাওয়ার পর ডায়মন্ডহারবারের সংবাদকর্মীরা বৃদ্ধাকে একটি শীতবস্ত্র ও খাবার ফল দিয়েছেন। স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানিয়ে পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। শীতের দিনে চারদিক খোলা প্রতীক্ষালয়ে থাকতে থাকতে কুঁকড়ে গিয়েছেন বৃদ্ধা। এখন এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধার সঙ্গে খেলতে আসেন। তারাই এখন বৃদ্ধার বড় কাছের। বৃদ্ধা অস্পষ্টভাবে জানান, 'আমি শুধু ছেলে–বৌমার কাছে এক মুঠো খেয়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও দিতনা। ছেলে কাজের সূত্রে বাইরে থাকলে বড় বৌমা খুব অত্যাচার করত। তারপর একদিন নিয়ে এসে জল খেতে যাচ্ছি বলে চলে গেল। পেটে ধরা ছেলেও ফাঁকি দিল মাকে!' অভিজিৎ বলেন, 'স্টেশনের পাশে কান্নার আওয়াজ শুনে এগিয়ে গিয়েছিলাম। পরে সব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। এখন প্রতিদিন বাড়ি থেকে খাবার এনে দিই। কিন্তু ওপার ছেলে–বৌমার খোঁজ করছি।'

কামালগাজীতে উড়ালপুল উদ্বোধন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে কামালগাজীর জংশনে বাইপাস কানেক্টরে একটি চার লেনের বিশিষ্ট উড়াল পুলের উদ্বোধন হল। এই উড়ালপুলের বৈশিষ্ট হোল অ্যাপ্রোচ অংশের চার লেন দিয়ে শুরু হয়েছে।

এই চার লেন বলতে বোঝায় একটি পাটুলি গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজ বাইপাস হয়ে আসছে অন্যটি গড়িয়া কবি নজরুল মেট্রো আর একটি হরিনাভি এবং অন্যটি আসছে বারুইপুর থেকে। এই চারটি জায়গায় এসে মিশেছে কামালগাজীর জংশনে। তিরিশ মাসের মধ্যে এই ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে। এই উড়ালপুল দৈর্ঘ্য ১.১ কিলোমিটার মোট বিস্তৃতি ১৭.০৬ মিটার। এই প্রকল্পের মোট খরচ হয়েছে ১০০.১৬ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৮৪ কোটি টাকা উড়ালপুল নির্মাণের কাজে লেগেছে বাকি অর্থ অন্যান্য উন্নয়নের কাজে লাগানো হয়েছে। এই উড়াল পুল কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি আপ অন্যটি ডাউন মধ্যে খানে ডিভাইডার। উদ্বোধন করতে আসেন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ সুগত বসু, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত এবং সোনারপুরের উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, দক্ষিণের বিধায়ক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার। ফিরহাদ হাকিম ও সুগত বসুরা মা মাটি মানুষের উন্নয়নের কাজ এই সরকার মাত্র সাড়ে চার বছরে যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তা বর্ণনা দিলেন। জীবনবাবু বলেন এই কাজ কারো পক্ষে সম্ভব হতো না যদি উত্তরের বিধায়ক না চেষ্টা করতেন। আজ যে ব্রিজের উপর আমরা দাঁড়িয়ে উদ্বোধন করছি তার জন্য ফিরদৌসিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পল্লববাবু বলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মুমূর্ষ রোগীদের দ্রুত কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আজ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা হলো। বিকেলের দিকে ব্রিজের উপরে বহু যান চলাচল করতে দেখা গেল। এই উড়ালপুলের জন্য রাজপুর, গড়িয়া মেন রোড, গড়িয়া রোডে যানজট অনেকটা কমে যাবে।

আমতলায় আত্মবিশ্বাসী অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভোটের বাজনা বাজিয়ে দিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৮ জানুয়ারি আমতলায় সঙ্গম মার্কের সামনে তৃণমূলের সমাবেশ ছিল। ডায়মন্ড হারবার রোডের উভয় দিক, বারুইপুর রোড এবং আমতলা নিবারণ দত্ত রোড ধরে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের পদযাত্রা হয়। হাজার হাজার মানুষ পদযাত্রায় সামিল হন। সমাবেশের মূল বক্তা ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিধায়করা সভায় উপস্থিত হন। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখও সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাম আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি।

তৃণমূল সরকারের সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফিরে গিয়েছে। আমতলা গ্রামীন হাসপাতালে আজ আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বিরোধীরা সরকারের মিথ্যা কুৎসা করছে। তার জবাব দিতে হবে উন্নয়নের মাধ্যমে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর বিরোধীদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিপিএম, কংগ্রেস আর বিজেপির অশুভ জোটের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দেবে আগামী নির্বাচনে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি আসনেই তৃণমূলকে জয়লাভ করতে হবে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নরেন্দ্রপুরের শ্রীখন্ডায় সোমবার ২৪ জানুয়ারি কাকভোরে পাওয়া গেল সরস্বতী ঘরামীর নলিকাটা দেহ। পাশে সঙ্গী বিকর্ণ আহত অবস্থায় পড়ে ছিল। সোনারপুর থানার পুলিশ এসে উদ্ধার করে এদের। বিকর্ণকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পারিবারিক অশান্তির ফলে এই ঘটনা বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। গত ২৩ তারিখ রাতে ব্যাপক ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদে সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সন্দেহ হয় লোকজনেদের। কাকভোরে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে গ্রিলের দরজার নিচ থেকে রক্ত বেড়িয়ে আসছে। স্থানীয়রা খবর দেয় সোনারপুর থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকে এদের বার করে। সোনারপুর থানা তদন্ত শুরু করছে। সোনারপুর থানার নতুন আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবকিছু মিলিয়ে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত না করে এই কেস ছাড়বো না।

ওসিকে মালা পরিয়ে অভিনব প্রতিবাদ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাম নেতাদের গান্ধিগিরি। থানায় ঢুকে ওসিকে মালা পরিয়ে ও পুলিশকে ফুল ছুঁড়ে অভিনব প্রতিবাদ জানালেন সিপিএমের মহিলা নেত্রী–কর্মীরা। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিকেলে এলাকায় তৃণমূলী সন্ত্রাস ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে থানা ঘেরাও করে ঢোলাহাট থানার ওসি জগদীশ দাসকে গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন কুলপির প্রাক্তন বিধায়ক শকুন্তলা পাইকের নেতৃত্বে মহিলা কর্মীরা। তখন মঞ্চে উপস্থিত সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তীরা মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন। বিশাল পুলিশবাহিনী তখন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন ধরে ঢোলাহাট থানা এলাকায় শাসকদলের হাতে 'আক্রান্ত' বাম কর্মী–সমর্থকরা। সব ঘটনা পুলিশকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বাম নেতৃত্বের। এদিন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা সহ রাজ্য সরকারের একাধিক বেআইনি কাজের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করেন বাম কর্মী–সমর্থকরা। দুপুরে এলাকার তিন দিক থেকে বিশাল মানুষের মিছিল এসে জড়ো হয় থানার সামনে। মানুষের চাপে বন্ধ করে দিতে হয় ঢোলাহাট–রামগঙ্গা রুট।

উপস্থিত ছিলেন বিশাল পুলিশবাহিনীও। মিছিল শেষে একটি প্রতিবাদ সভা করেন সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়,

সুজন চক্রবর্তী, যজ্ঞেশ্বর দাস, রাম দাস ও শকুন্তলা পাইকরা। সভায় কান্তিবাবু বলেন, 'যেখানে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার হবে সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কারণ সমাজবিরোধী, তৃণমূল ও পুলিশ এক হয়ে গিয়েছে। এই থানা এলাকায় যেখানে ওসি যাবেন সেখানে মহিলারা ফুলের মালা পরিয়ে দেবেন। সাধারণ মানুষকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ চলবে। আক্রান্ত হলে বাম নেতারা পাশে থাকবেন।' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের ভোট লুঠ রুখতে দলের যুব ও মহিলা কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কান্তিবাবু বলেন, 'দলের যুবক ও মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে। বুথে বুথে তৃণমূল বিরোধী সমস্ত শক্তিকে এক করে ভোট লুঠ রুখতে হবে। মানুষ নিজের ভোট নিজেকে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।' সিপিএম জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আক্রান্ত হলেই প্রতিরোধ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসন যদি দায়িত্ব নিতে না পারে তবে মানুষকে দায়িত্ব নিতে হবে।' চিটফান্ডে জড়িতদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে সুজন বলেন, 'রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ চিটফান্ডে টাকা রেখে সর্বশান্ত হলেন। সেই টাকা গেল তৃণমূল নেতাদের পকেটে। এই সরকার সব জেনেও চুপচাপ। বামেরা ক্ষমতায় এলে সবাইকে জেলে যেতে হবে।' এদিন সভা চলাকালীন থানায় ডেপুটেশন দিতে ঢোকেন মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা।

মহানগরে

বইমেলার মিলন প্রাঙ্গনে

জমে উঠেছে ৪০তম কলকাতা বইমেলা। ছবি: প্রিয়ম গুহ

সৌন্দর্যায়িত শহরে দূষয়িতা আদিগঙ্গা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে হেস্টিংস (খিদিরপুর) থেকে 'গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ' পর্যন্ত কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত টালি নালার (আদিগঙ্গা) সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ কিলোমিটার। ঘটনা হল, কলকাতা মহানগরীর ৫২টি নর্দমা দিয়ে সরাসরি দূষিত জল এই অংশ দিয়ে আদিগঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। আদিগঙ্গা নিয়ে পরিবেশ আদালতে গত ৬ অকেটাবর পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে এ মহানগরীর সেরা পাঁচতারা হোটেল তাজ বেঙ্গলের নিকাশি নালা সরাসরি আদিগঙ্গায় এসে পড়েছে। এ কারণে আদিগঙ্গার দূষণে কলকাতা পুরসভাকে দায়ী করল 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' ২০ জানুয়ারি এ নিয়ে প্রশ্ন তুলল 'জাতীয় পরিবেশ আদালত' বা 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল'। এই পর্ষদ পরিবেশ আদালতে রিপোর্ট

দিয়ে জানায়, পুরসভার ৫২টি নিকাশি নালা দিয়ে অপরিশোধিত বর্জ্য আদিগঙ্গায় এসে পড়ছে। গত ১৪ নভেম্বর এই পর্ষদের পাঁচ সদস্যের এক টিম আদিগঙ্গার ওই ১৫ কিলোমিটার ঘুরে দেখে। তার ভিত্তিতে গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভাকে নোটিশ করে। মামলাকারী পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, নোটিশ দেওয়া ছাড়া এই পর্ষদ আর কিছুই করেনি। সেইজন্যই বিচারপতি প্রতাপ কুমার রায় ও বিশেষজ্ঞ সদস্য পিসি মিশ্রের বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, এই পর্ষদের আরও আইনি ক্ষমতা ছিল। তারা কী ভ্রাতৃত্বের কারণে আর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করলো না? এদিকে পুরসভার পক্ষ থেকে জাতীয় পরিবেশ আদালতে জানানো হয়েছে, দূষিত ও অপরিশোধিত জল বহন করে, এমন ১৭টি নিকাশি নালা বন্ধ করা হয়েছে। এজন্যই এই বেঞ্চ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে ফের আদিগঙ্গার গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে বলেছে সত্যিই কতখানি কাজ পুরসভা করেছে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতকে জানাতে হবে।

আদিগঙ্গার পাড় থেকে গোরু–মোষের একাধিক খাটাল, শুয়োরের খোঁয়াড়, গঙ্গার ওপর মাচা নির্মাণ করে একাধিক পায়খানা, বস্তিবাড়ি এবং তার সমস্ত প্রয়োজনীয় নোংরা পদার্থ, দূষিত জলবাহী নিকাশি নালা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল পরিবেশ আদালত। শুধু পুরসভা নয়, বেশ কয়েকটি কারখানা শহরের পাঁচ তারা থেকে ছোট হোটেল, দুটি নামিদামি বৃহদায়তন আবাসনের দূষিত বর্জ্যও আদিগঙ্গায় পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জাতীয় পরিবেশ আদালত বান্ধব হিসেবে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত, পুরসভা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আইনজীবীকে সরেজমিনে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আইনজীবী রায় ও মিশ্রের বেঞ্চ। অন্যদিকে আদিগঙ্গার ওপর টালিগঞ্জের পর থেকে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের নির্মাণ রয়েছে। আদিগঙ্গার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পাড় বাঁধানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায় বরাদ্দ করার পরিকল্পনা ছিল। এই অর্থ আদৌ আদি সংস্কারে ব্যয় হয়েছে কী না, সে বিষয়েও সুভাষবাবু প্রশ্ন তোলেন। পরিবেশ আদালতে রাজ্য সেচ দফতরকে এ নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ মার্চ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারি – ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

মমতার স্কোর কার্ড

রাজ্যে প্রাক নির্বাচনী রণক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দলই কমবেশি মাঠে নেমে পড়েছে। হিসেব নিকাশ শুরু হয়েছে। দল বদলের খেলা এখনও প্রকট হয়নি। প্রকট হয়েছে আগামী দিনের নবান্ন দখলের ভাবনা। বামদল গুলি প্রকাশ্যে তাদের একদা চির প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব নেই দক্ষিণপন্থী দলগুলির মধ্যে। এখনও সে ঐক্যবদ্ধ চেহারা কিংবা নবান্ন দখলের গণতান্ত্রিক মনোভাব সেভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সময় এগিয়ে এলে চিত্রটা আরও পরিষ্কার হবে। বাম দলের ৩৪ বছর বনাম মমতার ৫ বছর অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে ক্রমশ। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি তার জমি তৈরির কাজ তৈরি করছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই বঙ্গবাসীর। মমতার পশ্চিমবঙ্গ কতটা এগোল কতটাই বা পিছিয়ে পড়ল কিংবা কতটা অবরুদ্ধ থাকল সে প্রশ্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগতভাবে মমতা তার আসনের অমর্যাদা করেননি। চেষ্টা করেছেন রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যদিও ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে সবসময় সুসমন্বয় হয় না। যেমনটা হয়নি অতীতের বহু বাম প্রতিশ্রুতির। সৌন্দর্যায়ন, পানীয় জল, পথঘাট, সবুজায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মমতা অবশ্যই এগিয়ে। এগিয়ে কন্যাশ্রী কিংবা মিড ডে মিলের সাফল্যেও। বিরোধীরা এক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে। গ্রাম বাংলায় বহু মানুষ তাই মমতার দিকেই ঝুঁকে। মমতার ব্যর্থতাও কম নেই। বিশেষ করে বাম জামানায় আইন শৃঙ্খলা যে অবনতি ঘটেছিল তা রুখতে পারেননি পরিবর্তনের সরকার। অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও আশানুরূপ প্রকাশ ঘটেনি। নানা বিভ্রান্তি এবং রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের পরম্পরায় পরিবর্তন ঘটেনি। যদিও এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছতা আনতে চাইছেন এমন একটা ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতা থাকলেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের হাল যথেষ্ট খারাপ। মমতার সরকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করলেও অনেকটাই বাম যুগের চেয়ে ভালো। দেশাত্ববোধ কিংবা বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি মমতার আন্তরিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিরোধীদের জোট নিয়ে কোনও ঐক্যবদ্ধ চেহারা এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তৃণমূলের অন্দরেও চলছে নানা গোষ্ঠীর নানা দ্বন্দ্ব যা শাসকদলের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। মমতার স্কোর কার্ডের ঊর্দ্ধগতি বিরোধীদের চিন্তার কারণ অবশ্যই। সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ, সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ কোনও শাসকের পক্ষেই বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তবুও মানুষ অনেক বঞ্চনার পর আশা জাগিয়ে মমতাকে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে চেয়েছিল। মমতা সাধ্যমতো করেছেন। তবে গণতন্ত্রে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সবসময়ই কাম্য। গঠনমূলক সমালোচনা দেশের জনগণের পক্ষেই যায়। ত্রুটি বিচ্যুতি সামলে নিয়ে, তার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামী দিনে আরও গতিময় স্বচ্ছ প্রশাসন রাজ্যে আসুক এদিকেই রাজ্যবাসী চেয়ে থাকবে। যিনিই প্রশাসনিক প্রধান হন যেন রাজ্যে শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আইনশৃঙ্খলা যথাযথ কাম্য স্তরে থাকে সেদিকে রাজনৈতিক দলগুলি আন্তরিকভাবে ভাবনা চিন্তা করবে এ আশা করাই যায়।

অমৃত কথা

একজন সিদ্ধাই নিজের লিঙ্গ শিষ্যদিগের চক্রের মধ্যে এনেছিল। পরমহংসদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই ঘটনা বর্ণনা করতে করতে তিনি সেই লিঙ্গশরীরস্থ সিদ্ধাই সম্বন্ধে বললেন, 'আমি দেখলাম একটা কেঁচোর মতো হয়ে শালা রয়েছে।'

কোনও সিদ্ধাই পরমহংসদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে কোনও কাজ করতে বলেছিল। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'না বাপু! তা আমি করতে পারব না।' কিছুদিন বাদে সেই সিদ্ধাই লোক দিয়ে বলে পাঠায়, তাঁকে বলো আমি একজন সিদ্ধাই, অতএব আমার কথা অবহেলা করলে তাঁর অনিষ্ট হবে। পরমহংসদেব সেই কথা শুনে বললেন, 'তাঁকে বলো যে আমি তাঁর সিদ্ধি গ্রাহ্যও করি না।'

বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না।

পরমহংসদেব বলতেন, 'গুরু, কর্তা ও বাবা, এই তিন কথায় আমার গায়েকাঁটা বেঁধে। ঈশ্বর কর্তা–আমি অকর্তা, তিনি যান্ত্রী–আমি যন্ত্র।'

তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না।

তিনি আরও বলতেন, 'যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি দূর শালা। গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর কেউ বড় নেই। আমি মাকে বলি, মা আমি যন্ত্র–তুমি যন্ত্রী, যেমন করাও–তেমনি করি, যেমন বলাও–তেমনি বলি।'

সূক্ষ্ম কথার মর্ম ক'জন বোঝে? লোকে যাদের দুশ্চরিত্র বলে, তাদের ভেতরও সাধু থাকতে পারে।

বিনয়ীর ঈশ্বর কেমন? যেমন খুড়ী, জেঠীর ঝগড়া শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলাবলি করে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্যি।' আর যেমন কোনও কোনও ফিট বাবু পান চিবোতে চিবোতে ছড়ি হাতে করে একটা ফুল তুলে বলে, 'ঈশ্বর কি সুন্দর ফুলসৃষ্টি করেছেন।' এ ভাব ক্ষণিক–যেমন গরম লোহার ওপর জলের ছিটে। তাই বলছি ডাকতে হবে 'ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন।' তাঁরজন্য একেবারে ডুবে যেতে হবে।

ফেসবুক বার্তা

মমতা সরকারের আমলে বাংলার এই বৈচিত্র্যময় ট্যাবলো শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে, দিল্লির রাজপথে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে।

অরুণাচলে আয়ারাম গয়ারাম
বিজেপি–কংগ্রেসী ট্র্যাডিশন

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ৬৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ঘোষণায় সম্মতি দিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে রাষ্ট্রপতি শাসনের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা চেয়ে অর্ডিন্যান্স ফেরত পাঠিয়েছিলেন। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করে বলেন যে, ভারতের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সীমান্তবর্তী রাজ্য অরুণাচলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিপর্যয় রুখতে এই জরুরি অবস্থার ঘোষণা জারি। রাষ্ট্রপতি দেশের প্রথম নিরপেক্ষ নাগরিক। সংবিধানে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতন পকেট ভেটো প্রয়োগ করে কোনও সিদ্ধান্তকে ছমাসের অধিক সময় আটকে রাখতে পারেন না। তার ভেটো ক্ষমতা নিতান্তই সাংবিধানিক। রাষ্ট্রপতি শাসন জারিতে অনিচ্ছুক হলেও তার করার কিছু নেই। অতীতে কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসীন থাকার সময় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে ১০০ বারের অধিক সময় ব্যবহার করেছে বিরোধী দল শাসিত সরকারকে ফেলে দিতে। অথবা দল ভাঙিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের অন্তর্বর্তী সময় ঘোড়া কেনা বেচা আয়া রাম গয়া রাম রাজনীতির ধারা ঘুঁচিয়ে নতুন সরকার গড়ে তোলার খেলায়। রাজ্যপাল হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকার ভাঙার খেলার দাবার ঘোড়া। ভারতের এমন কোনও রাজ্য নেই যেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় নি। ১৯৭০–এর ১৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ধরমবীরকে ব্যবহার করা হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার খেলায় এই রকম অবস্থা ১৪ দিনের জন্য বলবৎ ছিল ২৮ জুন, ১৯৭১–১৯ মার্চ ১৯৭২ দীর্ঘ ২৬৫ দিন, দ্বিতীয়বার ৩৬৫ ধারা পশ্চিমবঙ্গে জারি ছিল বাংলা কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য। উত্তরপ্রদেশ, অসম–বিহার–মধ্যপ্রদেশ–কাশ্মীর প্রতিটি রাজ্যে বিরোধী দল যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই সেই সরকারের মাথায় ঝুলেছে সরকার খতম করার খাঁড়া।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হলেও কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের নির্দেশে প্যাটরা–বাক্স নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে চলে যেতে হয়। অবশ্যই এই পদে বসার জন্য কেন্দ্রের সরকারি দল জোট শরিকের মনোমতো ব্যক্তি হতে হবে। তা না হলে কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তার চাকরি থাকবে না। অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বাম প্রগতিশীল জোট (ইউপিএ) আসনে থাকার সময় ২০১৩ সালে ভারতীয় সেনা বাহিনীর লেফ্টেন্যান্ট কমান্ডার নির্ভয় শর্মাকে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করেছিল। ২০১৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ক্ষমতায় এলে অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যপালদের বদলি করলেও অরুণাচল প্রদেশে নির্ভয় শর্মাকে এক বছর রাজ্যপাল পদে বহাল রাখে। কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেস দল সরকারে আসীন থাকায় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব চাইছিল রাজ্যপাল পদে দলের অনুগত ব্যক্তিকে বসিয়ে রাজ্য সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। দলের সুপারিশ মতো একদা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সক্রিয় খাকি হাফ প্যান্ট পড়া কর্মী জ্যোতি প্রকাশ রাজখোয়াকে ২০১৫ সালের মে মাসে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করে। রাজ্যপাল পদকে ব্যবহার করে শুরু হয় সরকার ফেলার চক্রান্ত। ঘটনাক্রমে ২০১৪ সালে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নবম তুকি তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রীকে বাদ দিলে, এই সন্ত্রাসের চক্রান্তে সরকার ফেলার খেলা শুরু হয়। ২০১৫ সালে অক্টোবর মাসে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেসের ৪৭ জন বিধায়কের মধ্যে ১৪ জন বিদ্রোহী হয়। গত ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে অধিবেশন চলাকালীন সময় ১৪ জন বিধায়ককে দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিধায়ক পদ খারিজ করে দেয়। বিধানসভার স্পিকার নবম বোরয়, ডেপুটি স্পিকার টি এন থংভক যিনি বিদ্রোহী ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব নিয়ে আসেন। বিদ্রোহী ১৪ জনের সাথে পরবর্তী পর্যায়ে আরও ৭ জন যুক্ত হয়। বিজেপির ১১ জন সদস্য ও নির্দল ২ জন বিদ্রোহী বিধায়কদের সমর্থন জানায়। ফলত, অরুণাচল প্রদেশে সরকারের স্থিতাবস্থায় নিয়ে সংবিধানিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। কৌশলগত ভাবে বিজেপি চাইছে রাজ্যপাল পদকে কাজে লাগিয়ে নবম তুকিকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিজেপির সমর্থনে বিদ্রোহী বিধায়কদের দ্বারা সরকার গড়ে তুলতে। যতদিন দিন না নতুন সরকার গড়ে উঠছে ততদিন রাষ্ট্রপতি শাসনই ভবিতব্য। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের এই সরলীকরণ কৌশল তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবে তো! অরুণাচল প্রদেশের সাংবিধানিক সংকটের সাথে দুটি প্রশ্ন যুক্ত রয়েছে। প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন জারির যৌক্তিকতা দ্বিতীয়ত দলত্যাগ বিরোধী আইন।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরব হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার অরুণাচল প্রদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সংবিধানকে খুন করেছে। কংগ্রেসের অতীতের এই অগণতান্ত্রিক খেলা ব্যুমেরাং হয়ে রাজ্যে তাদের দলীয় সরকারের কাছে ফিরে এসেছে। মনে করে দিতে চাই ২০০5 সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকার বিহারের নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল হওয়ার কারণে রাজ্যপাল বুটা সিংহকে প্রশাসনিক এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। হাইকোর্ট এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার পর সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকলেও তা খারিজ করে দিয়ে এই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক। ঝাড়খন্ডের ক্ষেত্রে সরকার ভান্ডার খেলায় কংগ্রেস তথা ইউপিএ অগণতান্ত্রিক। ঝাড়খন্ডের ক্ষেত্রে সরকার ভান্ডার খেলায় কংগ্রেস তথা ইউপিএ ৩৫৬ ধারা রাজ্যে নির্বাচিত সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যাবার অভিযোগে ২০০৯–২০১০–২০১৩ তিনবার আরোপ করেছিল। শেষ বার ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সমর্থনে বিজেপির মনোনীত অর্জুন মুন্ডা সরকারের ওপর থেকে জেএমএম সমর্থন তুলে নেয়। এই সমর্থন তোলার খেলায় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। বিজেপি কংগ্রেসের নীতিই অনুসরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা মুখে যতই দেখান না কেন, কাজের ক্ষেত্রে বিরোধী দল শাসিত রাজ্যে নির্বাচিত সরকার ভাঙার খেলায় নেমে পড়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন জনতা পার্টি মোর্চা সরকার রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যাবার কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল। সাম্প্রতিক শাসন জারির বিরুদ্ধে অরুণাচলপ্রদেশ বিধানসভার কংগ্রেস দলের মুখ্য সচেতক রমেশ টিকোর আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি জে এস খেরের নেতৃত্বে দীপক মিশ্র এম বি লকুর পি সি ঘোষ, এন বি রামনার পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ রাষ্ট্রপতি শাসনের কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে রাজ্যপালের গোপন রিপোর্ট সিল করা অবস্থায় ১লা ফেব্রুয়ারি জমা দিতে বলেছে। যাতে করে গোপনীয়তা বজায় থাকে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন মামলায় এই শাসনজারির বিশ্লেষণের অবকাশনেই।

৩৫৬ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতীতে একাধিক কমিটি কমিশন এমনকি ১৯৯৪ সালে এসআই বোম্বাই মামলা স্মরণ করে দিতে চাই। রাজ্যপাল পদে থাকার সময় কেন তাদের নিরপেক্ষতা থাকবে না। কেনই বা নিজের বিবেকের দ্বারা চালিত হবে না? ১৯৬৮ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির সময় রাজ্যপালের রিপোর্টে যৌক্তিক উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে কাশ্মীরের তৎকালীন রাজ্যপাল ভগবান সহায়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি তাদের রিপোর্টে সুপারিশ করে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের দায়িত্ব হল রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শাসনব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তা প্রতিপালন করা। ১৯৯৪ সালে এসআই বোম্বাই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল ৩৬৫ ধারা প্রয়োগ কোন প্রতিষেধক হতে পারে না। রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যা সাংবিধানিক ভাবে অসম্ভব। এমএন ভেঙ্কট চালাইয়ার নেতৃত্বে ২০০০ সালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সাংবিধানিক মূল্যায়ণ কমিশন গড়ে উঠেছিল। এই কমিশন ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের রাজ্যপালের ভূমিকাকে 'Speaking document' হিসাবে মান্য করার সুপারিশ করেছে। ৮.২০.৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার কারণ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সহ বক্তব্য পেশ করবে। যাতে করে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিবিধান হয়। অন্যথা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ অযৌক্তিক। রাজ্যপাল জ্যোতিপ্রসাদ রাজখোয়া বলতে পারবে তাঁর গোপন রিপোর্টে তথ্য প্রমানের যৌক্তিকতা কতটা রক্ষিত হয়েছে।

এই রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রধান হেতু হল দলত্যাগের রাজনীতি। ১৯৮৫ সালে কংগ্রেস দল তথা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সক্রিয়তায় সংবিধানের ৫২ তম সংশোধন ধারা দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় আইনসভা অথবা রাজ্য বিধান সভার সদস্য দলত্যাগ করে নতুন দল গঠন অথবা অন্যদলের সাথে মিশে গেলে তা দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী সংসদ বা বিধায়ক পদ খারিজ হবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই লোকসভা অথবা বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ২০০৩ সালে ৯১ তম সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের দশম তফসিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংশোধন করে বলা হয় যে সভার দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে এক–তৃতীয়াংশ সদস্য যদি দলত্যাগ করে তবেই আইনের চোখে তা বৈধ বলে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দলত্যাগ সংসদ বিধায়ক পদ খারিজ হবে না। এই প্রেক্ষিতে অরুণাচল প্রদেশের সংবিধান সংকট হল কংগ্রেস দল থেকে ২১ জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী তুকির বিরোধিতা করেছে। স্পিকার ১৪ জন কংগ্রেসের বিদ্রোহী সদস্যর বিধায়ক পদ খারিজ করে দিয়েছে। গাণিতিক অনুপাতে এক–তৃতীয়াংশের বেশি। স্পিকারের সিদ্ধান্ত ২০০৩ দলত্যাগ বিরোধী সংশোধনী অনুযায়ী দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। স্বাভাবিকভাবে এই বিধায়ক পদ খারিজের বৈধতা অথবা বিজেপি নির্দল বিধায়কদের সমর্থনে বিদ্রোহী বিধায়কদের দ্বারা নতুন মন্ত্রিসভা গঠন এই সাংবিধানিক জটিলতার নিরসন হতে ১ মাস সময় লাগবে।

৩৫৬ ধারা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থার অর্ডিন্যান্স বা নির্দেশ রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলেও লোকসভা রাজ্যসভায় পাশ না হলে এই জরুরি ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে। বিজেপি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা এই অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ে আনলেও রাজ্যসভায় পাশ করতে গেলে কয়েকটি বিরোধী দলের সমর্থন প্রয়োজন হবে। বিজেপির 'ক্রাইসিস ম্যানেজার' বা সংকট আধিকারিকরা কতটা দক্ষতার সাথে রাজ্যসভায় ভোট ম্যানেজ করতে পারে সেটারই অপেক্ষা। রাজ্যসভায় অর্ডিন্যান্স বাতিল হয়ে গেলে ২৩শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। বিজেপি শূন্য অঙ্কের খেলা খেলছে অরুণাচল প্রদেশের সাংবিধানিক সংকট নিয়ে!

> অতীতে কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসীন থাকার সময় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে ১০০ বারের অধিক সময় ব্যবহার করেছে বিরোধী দল শাসিত সরকারকে ফেলে দিতে। অথবা দল ভাঙিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের অন্তর্বর্তী সময় ঘোড়া কেনা বেচা আয়া রাম গয়া রাম রাজনীতির ধারা ঘুঁচিয়ে নতুন সরকার গড়ে তোলার খেলায়। রাজ্যপাল হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকার ভাঙার খেলার দাবার ঘোড়া। ভারতের এমন কোনও রাজ্য নেই যেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় নি।

জলের থেকে তেল সস্তা–তবুও আচ্ছে দিন
এল না, ভাগ্যবান মোদিজি দেখছেন কি?

নির্মল গোস্বামী

কোন জিনিসের দাম খুব সস্তা বোঝাতে আমরা বলি জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। এবার এমন একটা সময় এসেছে যখন জলের থেকে সস্তা কোনও জিনিসের দাম বোঝাতে কি বিশেষণ ব্যবহার হবে তা আমাদের নতুন করে জানতে হবে। কারণ আমাদের দেশে বর্তমানে অপরিশোধিত জলের দাম পরিশ্রুত জলের দামের থেকে কম। ১ লিটার পরিশুদ্ধ পানীয় বোতল বন্দি জলের দাম ১৫ টাকা। আর ১ লিটার অপরিশোধিত পেট্রলের আমদানি খরচ ১২.৫০ টাকা ১৫.০০–১২.৫০=২.৫০ টাকা কম পেট্রল। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে এক ব্যারেল ক্রুড অয়েলের দাম ৩০ টাকার নিচে। তাই আমাদের দেশে জলের থেকেও কম দামে তেলের আমদানি খরচ পড়ছে।

একটা সময় ছিল যখন তেলের দামের উপর আমাদের বাজার দর নির্ভর করত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে ভারতের বাজারেও বাড়ত। তার জেরে বাসের ভাড়া বাড়ত। ইমারতি দ্রব্য থেকে সমস্তধরনের জিনিসপত্রের পরিবহন খরচ বাড়ত। দূরপাল্লার বেশির ভাগ পণ্যবাহী ট্রেন ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। ফলে রেল পণ্য মাশুল বাড়াতে বাধ্য হত। এইভাবে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অনেকটা নির্ভর করত এই তেলের দামের উপর। তাই কেন্দ্রীয় বাজেটে তেলের দাম বাড়লেই বামপন্থীরা ঝান্ডা–ডান্ডা নিয়ে রাস্তায় নামত তেলের দাম বাড়ল কেন? জবাব দাও জবাব দাও।

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের প্রয়োজনের ৭৫% ভাগ তেল আমদানি করতে হয়। এরজন্য প্রচুর বিদেশী মুদ্রা ডলারের প্রয়োজন হয়। হঠাৎ করে অস্বাভাবিক হারে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যাতে ধাক্কা না লাগে তার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'ওয়েলপুল অ্যাকাউন্ট' একটা ভালো রকমের টাকা রাখা থাকত। যাতে ওই খাত থেকে পেট্রোলিয়মে ভর্তুকি দিয়ে দেশের বাজারে দামের একটা সামঞ্জস্য থাকে।

২০০৩ সালে অটলবিহারির নেতৃত্বে এমএনডিএ সরকার ক্ষমতায় এসে এই ওয়েলপুল অ্যাকাউন্ট তুলে দেয়। তারপর মনমোহন জমানায় শুধু পেট্রোলের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়। কেরোসিন এবং ডিজেলে ভর্তুকি বজায় থাকে। এরপর এলো স্বপ্নের সদাগর নরেন্দ্র ভাই মোদি। তিনি এসেই বাজারের উপর পেট্রোলকে ছেড়ে দিল। কোন রকমের সরকারি নিয়ন্ত্রণ আর রইল না পেট্রোল ডিজেলে। বাজরে দাম বাড়লে বাড়বে কমলে কমবে।

এখানে একটা কথা জনগণের জেনে রাখা ভালো যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেই মানে সরকার ভর্তুকি দেয় না এই মাত্র। কিন্তু যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা অন্তঃ শুল্ক বসাতে পারবে। এবং তার প্রয়োগ এখন আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি।

কিরকম তার একটা উদাহরণ দিই। ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন মোদিজি ক্ষমতায় বসে তখন আমাদের দেশে ১ লিটার পেট্রোলের দাম ছিল ৭৮ টাকা। বর্তমানে ৩০ টাকা এক ব্যারেল তেলের দাম। ফলে দেশের বাজারে তেলের দাম হওয়া উচিত ছিল ২০ টাকা লিটার। তা না হয়ে এখনও ৬৪–৬৫ টাকা লিটার। এর কারণ সরকারের ট্যাক্স। কেন্দ্র সরকার এ পর্যন্ত ৮ বার অন্তঃশুল্ক বাড়িয়ে ৩২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

এখন প্রশ্ন হল যে সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে পেট্রোল, ডিজেলকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিল। তাহলে কোন যুক্তিতে ৩২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা জনগণের থেকে আদায় করল। আসল কথা হল জনগণের কথা কেউ ভাবে না। বাজারের হাতে ছাড়া মানে দাম বাড়লে বাড়বে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাম কমলে আমাদের বাজারে দাম কমবে কিনা তা ঠিক করবে দুই সরকার মিলে। তাই যখন ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকার অন্তঃশুল্ক, রাজ্য সরকার অতিরিক্ত সেস বসিয়ে ডিজেল পেট্রোল থেকে বাজেট বর্হিভূত আয় করবে। এটাই ভারতের জনগণের ভবিতব্য।

মোদি ক্ষমতায় বসার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে থাকে। এই নিয়ে দিল্লির জনসভায় মোদি বলেছিলেন বদনসীবওয়ালাকো কিউ লে আয়েঙ্গে? মোদিজির কাছে প্রশ্ন নসীব ওয়ালা প্রধানমন্ত্রী পেয়ে আমাদের কি লাভ হল? সেই বাজার দর বাড়ছে। ১০০ টার সরষের তেল ১৪০–৫০ টাকা, ৮০ টাকার ডাল ১৪০ টাকা, ৩০ টাকার চাল ৪৩ টাকা চাল–ডাল–তেল মানুষের এই নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর কি জন্যে বাড়ছে তা মানুষ কিন্তু জানে না। সরকারি তরফেও কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। অথচ পেট্রোলিয়ামের দাম আন্তর্জাতিক বাজার অনুপাতে কমিয়ে এখনই বাজারের পরিবহনের খরচ কমিয়ে বাজার দরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত। মোদির হাতে সে সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগ না করে উল্টো পথেই হাঁটল। আসলে 'সব শিয়ালের এক রা'—শুধু ভোট এলে বাদশা মারার গল্প ফাঁদা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আমলশোলের জনসভায় দাঁড়িয়ে মনমোহন সিংকে নিয়ে তিনি রসিকতা করে যা বলেছিলেন তার বাংলা মানে করলে এইরকম দাঁড়ায়— মনমোহন সিং সদ্য এক নির্বাচনী জনসভায় বলেছিলেন যে মোদির জনসভায় প্রচুর লোক হচ্ছে বলে মিডিয়া প্রচার করছে কই আমার চোখে তো পড়েনি। সেই প্রসঙ্গে মোদি বলেছিলেন ''দেশে এতো রকমের দুর্নীতি যে হয়েছে আপনার আমলে আপনার চোখে পড়েছে কি? জিনিস পত্রের দাম যে আকাশ ছোঁয়া হয়েছে তা কি আপনি দেখতে পেয়েছেন? আপনি তো বিগত দশ বছরে কিছুই দেখেন নি, তাহলে মোদির জনসভায় লোক সমাগম হচ্ছে সেটাই বা দেখবেন কি করে? সভায় তুমুল হাততালি পড়েছিল।

১৮ মাসে মোদিজি কি সব দেখেছেন? সব শুনেছেন? আপনি তো ১৮ মাসের মধ্যে ১২ মাস বাইরেই কাটিয়ে এলেন ভারতবর্ষ সব কিছু দেখার সময় পেলেন কই? আর যা দেখেছেন তাতে আপনার মৌনতা প্রমাণ করে যে মৌন মনমোহনজী আপনার থেকে বেশি সরব ছিলেন। বলি বাজার দর যে বাড়ছে তা কি আপনি দেখেছেন? মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে তা কি আপনি শুনেছেন? শেয়ার সূচক হু হু করে নামছে তা কি আপনি জেনেছেন? টাকার ডলারে মূল্য ৬৮ টাকা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, শিল্প উৎপাদন ৪%এর নীচে, রপ্তানি বাণিজ্য ঘাটতির দিকে, এই তথ্য কি আপনি আপনার অর্থ মন্ত্রক অবহিত হয়েছেন? চা শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিলের খবর কি আপনার ফেসবুকে লাইফ পেজে উঠেছেন দাদরির ঘটনা কি আপনার মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে? আপনার বিদেশমন্ত্রী অপরাধী ললিত মোদিকে সংবিধানিক সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? অনেক প্রতিষ্ঠানযোগ্য ব্যক্তির স্থলে পার্টির লোকের মাথায় বসানো হয়েছে তা কি আপনি দেখেছেন? এই মাসে আপনিও তো দেখছি অনেক কিছুই দেখেন নি। ৫ বছরে যে ভালো কিছু দেখবেন তা বলি কি করে? কিন্তু জলের থেকে তেল সস্তা এটা কি দেখেছেন? ভাগ্যবান প্রধানমন্ত্রী পেয়ে জনগণের বিড়ম্বনা যদি ক্রমশ বাড়তেই থাকে তাহলে অমন ভাগ্যওয়ালার প্রয়োজনটাই কি?

বিবেক নিকেতনে শোলা শিল্পের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের সহযোগিতায় জোকা গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় সামালির বিবেক নিকেতনের দ্বিতল হলে শোলা শিল্পের উপর এক সচেতনতা শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ১০টা থেকে ৪টে পর্যন্ত সামালি ভোলানাথ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী ও বিবেক নিকেতনের আবাসিক ছাত্ররা মিলে মোট ৮৪ জন অংশগ্রহণ করে এই কর্মশালায়। প্রখ্যাত শোলা শিল্পী দক্ষিণ দিনাজপুরের ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের রবীন হালদার ও রথীন হালদার হাতে কলমে শিক্ষা দান করেন। শোলার পুতুল, হাতি, ঘোড়া, চাঁদমালা, দেবীঘট, ফুলের ঝাড় কেমনভাবে তৈরি করা হয় তা ছাত্রছাত্রীরা গভীর আগ্রহ ভরে শিখে নেয়। ২০ জানুয়ারি সকাল ১০টায় গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়মের কিউরেটর ডঃ বিজন কুমার মন্ডল, জেলার স্বাস্থ্যের কর্মাধক্ষ্য ডাঃ তরুণ রায়— নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সহকারি কিউরেটর দীপক কুমার বড় পণ্ডা, শিল্প বিশেষজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ গুণীজনদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অ্যায়ারনেস প্রোগ্রামের উদ্বোধন হয়।

অতিথিরা সকলেই বলেন এই সচেতনতা শিবিরের মূল লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হস্তশিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা। শোলা শিল্পের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিধান বিশ্বাস মহাশয়। ছাত্রছাত্রীরা জানায় এই কর্মশালায় তারা দারুণ উৎসাহিত।

তৃণমূলের যুব–দিবস

বিশেষ প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একত্রিশ নস্কর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পাতিপুকুর পশ্চিমী কলোনীতে শীতবস্ত্র প্রদান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন বিধাননগর বিধানসভার বিধায়ক সুজিত বসু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উক্ত ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি অরূপ হাজরা ও অন্যান্য পুরসভার পুরপ্রতিনিধিগণ (দক্ষিণ দমদম)। সুজিত বোস বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বিবেকানন্দের আদর্শকে অনুসরণ করে যুবকদের যুবদিবস পালন করা উচিত। তাঁর জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ যুবকদের অনুপ্রেরণা যোগাবে এই তার বিশ্বাস। আমেরিকার বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে ভাই–বোন বলে সম্বোধন ও ভারতীয় হিন্দুধর্মকে উচ্চাসনে বসিয়ে তিনি দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেন। আজ সর্বত্র রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন তারই ফলস্বরূপ। পরে গরীবদের শীতবস্ত্র প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন উক্ত ওয়ার্ডের সভাপতি প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার, স্থানীয় যুবনেতা মানস রঞ্জন রায়, প্রদীপ কুন্ডু প্রমুখ। পরে ছোটদের আবৃত্তি, গান ও নৃত্যানুষ্ঠান হয়। অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

অশোকগড় বিদ্যালয়ের হীরক–জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডানলপে অবস্থিত অশোকগড় আদর্শ বিদ্যালয় ফর বয়েজ (গভঃ স্পনঃ) ষাটবছর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে (২০১৬–১৭) হীরক জয়ন্তী বর্ষ হিসাবে বর্ষব্যাপী উৎসবের সূচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী ধর্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ মহাশয়। সন্ধ্যায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ন শিক্ষক সমর কুমার রায় ও শ্যামল কুমার নিয়োগী, সমর বাবু, একটি ফানুস উড়িয়ে বলেন, অশোকগড় বিদ্যালয়ের আদর্শ ও খ্যাতি ফানুসের ন্যায় উচ্চ থেকে উচ্চতর হোক। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক তার সুনাম। সন্ধ্যায় যোগাসন, গান, নাচ, শ্রুতিনাটক প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শকদের ভাল লাগে। ভাল লাগে 'কুকুর চরিত্র বিশ্লেষণ' শ্রুতি নাটক, বাংলা জাড 'দলের' গান ও বিশেষ নৃত্য 'বন্দে–মাতরম' পরে প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা একটি নাটক পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক সমর রায়। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অভিজিৎ রায় প্রমুখ।

রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ জানুয়ারি সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের তালাদি পঞ্চায়েতের খাস কুমড়োখালি গ্রামে প্রায় দেড় কিমি পিচের রাস্তার উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে এই রাস্তার শুভ সূচনা হয়। ফলে কলকাতা সহ অন্যান্য জেলার সঙ্গেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস ও খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার।

অ্যাক্ষান পুজোয় মাতোয়ারা জেলাবাসী

অভীক মিত্র, চিনপাই ও সিউড়ি: ১লা অগ্রহায়ন অ্যাক্ষান পুজো উপলক্ষ্যে মাতোয়ারা জেলার বাসিন্দারা। জেলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হলো এই দিনটি। চিনপাই গ্রামের বিজয় সাধুর মন্দির ও গোসাইতলায় খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা গাড়ি, ট্রেন,বাসে আসেন। দুপুরে তাদের খিচুড়ি,সব্জি,পায়েস ভোগে আপ্যায়িত করা হয়। মন্দির চত্বর মিলনমেলার রূপ নেয়। কড়িধ্যা, কেন্দুয়া গ্রামে গোসাইবাবার আশ্রমে ধুমধামের সাথে পালিত হলো ১লা মাঘ দিনটি।

ক্রটি মেনে মানুষের জোটের সওয়াল বিমান–সুজনদের

বিশ্বজিৎ পাল

বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার রেলওয়ে সংলগ্ন ময়দানে বামফ্রন্টের অবস্থান বিক্ষোভ আয়োজন হয়। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী, বাসন্তী কেন্দ্রের আরএসপির বিধায়ক সুভাষ নস্কর প্রমুখ। রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে তৃণমূল। আর এর বিরুদ্ধে বোর্ড প্রতিবাদ করলে তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তৃণমূল বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। তাই নবান্ন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে হবে। আর সেটা সম্ভব আপনাদের জন্য।

মানুষের জোট করতে হবে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে। আর জনগণকে নিয়ে জনগনের জোট করতে হবে। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন বুথে বুথে সংগঠন শক্ত করতে, ভোট লুঠ বন্ধ করার জন্য শপথ নিতে হবে। বিমান বসু অভিযোগ করে বলেন বামফ্রন্টের কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের মানুষ ভালো চায়। আমরা উন্নয়ন বিরুদ্ধ নয়। আমরা মানুষের উন্নয়ন চাই। তৃণমূলের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু ছিল বামফ্রন্ট। বিজেপি–কংগ্রেসের উপর অত্যাচার হচ্ছে। মাত্র ৫ বছর মেয়াদে ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল। ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে পরিবর্তন করতে হবে। কৃষকের সম্পর্কে যে ভুল বোঝানো হয়েছিল ওখানে কিছু জমি ছিল টাটার মোটর গাড়ি জন্য নেওয়াভুল ত্রুটি সংশোধন করে নতুন পথে চলতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী সভা করে করে বলেছিল ১ কোটি বেকারের চাকুরি দেবো।

এ রাজ্যে ২০টি জেলা এই জেলায় কয়েক লক্ষ বেকার। তবে হ্যাঁ কিন্তু চাকরি হয়েছে। বামফ্রন্ট মিথ্যা কথা বলে না। সিভিক ভলেন্টিয়ার আর কিছু কাজ করলে পয়সা পাবে। আর কিছু হয়নি। তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি ছিল শিল্প নগরী হবে, হয়নি। তবে তেলে ভাজা শিল্প অনেক বাড়ছে। আর কিছু মুড়ি কারখানা শিল্প হয়েছে। এই জেলায় আমতলায় ৪০০টি কড়া বসতো মুড়ি ভাজার জন্য। এমন আর ৪০০টি কড়া বসে না।

এই সরকারের অকালে এই জেলায় আইটিআই পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে কটি? বামফ্রন্টের আমলে ২টি হয়েছিল আর হয়নি। তৃণমূল সরকার বলছে সংখ্যালঘু মানুষের উন্নয়নে সোনা দিয়ে মুড়ে

দেওয়া হবে। এমন ভাবে বলছে যেন বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য কিছুই করেনি। বামফ্রন্ট আমলে সংখ্যালঘু ভবন হয়েছে। ভূমি সংস্কার যে জমি বিলি বন্টন গ্রাম বাংলায় হয়েছে। তপশিলি, উপজাতি, আদিবাসী সংখ্যালঘুরা পাট্টা পেয়েছেন শতকরা ৭৩ ভাগ। শিশুর জন্য কিভাবে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। বামফ্রন্ট হওয়ার পর প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হয়েছে। এখন শিলান্যাসের ছড়াছড়ি। যেন শিলা পাতা দিদি। শিলার উপর শ্যাওলা ঘাস। আগামী এপ্রিল মে মাসে নির্বাচন পর্ব শেষ হবে। বিগত ৫টা বছর রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তৃণমূল দলের চরিত্রটা কী। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে রামধনু জোট হয়েছিল। এদিন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন কংগ্রেস তৃণমূলের দিকে যাবে কি না, তা জানি না। ২০১১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হবে না। অথচ পরে জোট হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র বিষয়ে বিমান বসু বলেন তৃণমূল সরকার একটু জামাকাপড় পড়ে নাচায়। এর পরে খুলে নাচাবে। সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে নেমেছে। তৃণমূলের সঙ্গে হরকাবাহাদুরের ভালো সম্পর্ক আছে। তবে জনগণের জোট সবার করতে হবে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী বলেন রাজ্যে এই সরকারের আমলে ছয় ছয়টি পুলিশ মারা গিয়েছে। যা বাম আমলে কখনও হয়নি। গ্রামের মানুষের টাকা পয়সা রাখা লুঠ করে মদন মিত্রের ঘরে। গরিব মানুষের টাকা ফেরৎ দিতে হবে। টেট কেলেঙ্কারিতে ফেল করা ছেলে পাশ আর পাশ করা ছেলে ফেল। সিঙ্গুরে সর্বনাশ করেছে, শ্মশানে পরিণত করেছে।

আয়লার পাঠানো ৫ হাজার টাকার নদী বাধ টাকা কোথায় গেল। নদী বাঁধ টাকা ঝেপে দিয়েছে। গোসাবায় ৭০ কোটি টাকা দিয়ে বিদ্যা নদীতে ব্রিজ হচ্ছে। সে ব্রিজ কোথায়। সাড়ে চার বছরে এই জেলায় একটা নতুন কাজ করেনি। শুধু ডায়মন্ড হারবারে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া। বাম আমলে বারুইপুরে মেডিকেল কলেজ করার জন্য ৫০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। সে জমির কি হল। মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিতে এসে বললো ২টো জেলা করবে। বসিরহাট আর সুন্দরবন। এটা মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আগামী ২ মাস আপনার সময় (মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন) মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছেন। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন লাল ঝান্ডার মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তৃণমূল বিজেপি–র যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরও পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ২০১৫ সালে বামফ্রন্ট ২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেখানে তৃণমূল ৩৯, বিজেপি ১৭, কংগ্রেস ৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তবে এর মধ্যে ৫ ভাগ লুঠ হয়েছিল। এই ৫ ভাগ ভোট বামফ্রন্টের হলে ৩৪ শতাংশ হয়ে যাবে। দিদিমনি ঠিক মতো কাজ না করলে মানুষ বিচার করবে। প্রশাসন নিজের দায়িত্ব নিজে নিক। এদিন আরএসজি বিধায়ক সুভাষ নস্করের নেতৃত্বে বামফ্রন্টের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে নেয় মহকুমা শাসকের কাছে।

বজবজ ফুল মেলা

দীপক ঘোষ : গত ১৮ জানুয়ারি থেকে চারদিন ব্যাপী ১৮তম বজবজ ফুল ও কৃষি মেলার উদ্বোধন করে বজবজ–এর বিধায়ক অশোক দেব বলেন দীর্ঘ ১৮ বছর এই মেলা চলছে এটা কম গর্বের বিষয় নয়। ১৮তে পা মানে তরুণ যুবক পূর্ণ যৌবন। পুরসভার চারটি বাগান আছে তাছাড়া পুর ভবনের মাথায় ফুলের চাষ হচ্ছে যা দেখার মতো। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সিপিএম কাউন্সিলর সহ ২০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, গবেষক গণেশ ঘোষ সহ আরও অনেকে। চারদিন মেলার পাশাপাশি মঞ্চে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ফুল মেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত 'শিকড় বাকড়ের পুতুল নাচের মঞ্চটি।

অনুষ্ঠানের শেষদিন রাজ্যের শক্তিমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বলেন রাজ্য সরকার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তা ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে এবং পুরুলিয়ায় একটি ১০০ মেগাওয়াটের সৌরশক্তির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ফুল মেলার সম্পাদক উমাপদ নায়ক আগত পুষ্পপ্রেমিক ও যারা মেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিভাস ভট্টাচার্য।

নেচার স্টাডির বিজ্ঞান মেলা

বিশেষ সংবাদদাতা : বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার–এর পরিচালনায় ২৩ জানুয়ারি থেকে তিনদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা প্রদর্শিত হয় বজবজ সেন্ট স্টিফেন স্কুলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা থেকে ২১টি স্কুলের ২৮৯ ছাত্র ছাত্রী এই মেলায় বিভিন্ন মডেল, বই নিয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন ডাঃ এপিজে আবদুল কালাম মঞ্চের উদ্বোধন করে বিধায়ক অশোক দেব ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ কালামের বিশেষ আদর্শের কথা তুলে ধরেন। ২২তম এই মেলায় দীর্ঘ পথ চলার বর্ণনা করেন। উদ্বোধনের পর বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষ ঘুরে দেখেন অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন মহঃ মনসুর, কৌশিক রায়, অভিজিৎ ভৌমিক ও সম্পাদক জয়দেব দাস সহ আরও অনেকে। 'সম্পাদক জয়দেব দাস জানান মেলা কে বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন করতে হয়েছে তা সত্ত্বেও আমরা ২২ বছর মেলা চালিয়ে আসছি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে। তিনি আরও বলেন বিজ্ঞান চেতনা শিশুদের মধ্যে প্রসার ঘটানো মেলার উদ্দেশ্য। মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে কৃতিদের পুরস্কার তুলে দেওয়া।

নেতাজি বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা লাগোয়া নদিয়া জেলাধীন হরিণঘাটা। এই থানার অন্তর্গত দীঘলগ্রামে দীঘলগ্রাম নেতাজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনবর্ষ অনুষ্ঠিত হল। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মৃদুল দাশগুপ্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হরিণঘাটা বিধানসভার বিধায়ক নীলিমা নাগ মল্লিক। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ চঞ্চল দেবনাথ, কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক করুণাকান্ত তালুকদার, হরিনঘাটা থানার আইসি সুজিত ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কৃষ্ণাপ্রিয়া চক্রবর্তী। এই পর্বের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ভোলানাথ মণ্ডল। সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দ্বারা অভিনীত নাটক 'নোলকপুর কতদূর'। এই নাটকে শিক্ষক অলকানন্দ বসু, সুমিত দত্ত, প্রীতম সুর, শিক্ষিকা কাকলি মজুমদার, জয়ন্তী দেব, কৃষ্ণাপ্রিয়া চক্রবর্তী প্রমুখ অংশ নেন। নাটকটির রচনা, নির্দেশনায় ছিলেন নিউটন মণ্ডল। এছাড়া ছিল আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও ক্যারাটে প্রদর্শনী। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পর্বে বিভিন্নভাবে অংশ নেয় সুইটি মণ্ডল, নন্দিতা মণ্ডল, সুব্রত নন্দী প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তানিষ্ক ডান্স গ্রুপের ব্যালে প্রদর্শনী, ভারত বিখ্যাত স্যান্ড অ্যানিমেটর কৌশিক ঘোষের স্যান্ড অ্যানিমেশন ও হৈমন্তী শুক্লার সঙ্গীতানুষ্ঠান। উদ্বোধনী ভাষণে মৃদুল দাশগুপ্ত এই দীঘল গ্রাম নামটির কাব্যিকতার ভরপুর প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা উৎসব উদযাপন কমিটির সভাপতি ড. শান্তনু মণ্ডল জানান, বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি। কিন্তু আসনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে তিনি বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উৎসব উদযাপন কমিটির সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুখ্য উপদেষ্টা দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ।

বাণীপুরে সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তাহ ব্যাপী হাবড়ার বাণীপুর লোক উৎসবে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য বাসর। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে–র সভাপতিত্বে এই সাহিত্যবাসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি পাঁচুগোপাল হাজরা, শুভজিত হালদার, রিঙ্কু কুন্ডু, শম্পা সাহা, জয়ন্ত মালি, চিন্ময় গোলদার, বিপ্লব চন্দ, অশোক চক্রবর্তী, দিলীপ বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ সূত্রধর, বিষ্ণু সরকার, নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী, বাসুদেব মুখোপাধ্যায় সহ প্রায় পঞ্চাশজন কবি। উৎসব কমিটির পক্ষে জনতা হলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন কবি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেক কবির হাতে ২০১৬ লোক উৎসব স্মরণিকা তুলে দেওয়া হয়। এগুলি তুলে দেন গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শিবরামপুর ননীলাল বিদ্যাপীঠ গত ১৭ জানুয়ারি পদার্পণ করল ৬০তম বর্ষে। উৎসব উজ্জাপিত হল বৃক্ষরোপণ সহ নানা সামাজিক কার্জক্রমের মাধ্যমে। ছবি : সোম তাপস

নাম পরিবর্তন

আমি বাবলু নাথ, পিতা–বেনু নাথ, গ্রাম–বালি–৭ নং, পোঃ–বালিহাটখোলা, থানা–গোসাবা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমার ডাকনাম পঞ্চু নাথ। রেশন কার্ড, আঁধার কার্ড এবং অন্যান্য তথ্যপঞ্জীতে বাবলু নাথ রয়েছে। ভোটার কার্ডে ডাকনাম পঞ্চু নাথ, পিতা–বেনুগোপাল নাথ হয়েছে। আলিপুরে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট বলে পঞ্চু নাথ ও বাবলু নাথ, পিতা–বেনু নাথ একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

সাগরে নেতাজিজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগর ব্লকে ''সাগর বন্ধু মহল'' এর বিশেষ উদ্যোগে শনিবার মহাসমারোহে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২০ তম জন্মদিবস মৃত্যুঞ্জয়নগর বালিকা বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন এখানে সাগর ব্লকের ৭টি স্কুলের ৫ম থেকে একাদশ শ্রেণির ১০০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা, কলম, পেন্সিল প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শিক্ষানুরাগী কালাচাঁদ মাইতি, অশোক কুমার মণ্ডল, ফুটবলার সরোজ কুমার মণ্ডল, বন্ধু মহলের সভাপতি তাপস কুমার বেরা, সম্পাদক জয়দেব জানা। নেতাজির স্বদেশ চেতনা ও শিক্ষা পরিকল্পনা, নারীমুক্তি, কৃষি ও শিল্প ভাবনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর রূপরেখা, প্রতিরক্ষা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক ও কর্তব্য সংক্রান্ত ভাবনা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর আত্ম বলিদান সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ব্যক্তিরা।

ক্যানিং–এ উন্নয়ন যাত্রায় লক্ষাধিক মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (৩ পঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের বাসস্ট্যান্ড থেকে বেলেগাছি মোড় পর্যন্ত ১০ কিমি পথ মা মাটি মানুষের সরকারের সাড়ে চার বছরের উন্নয়নের দিশা পদ যাত্রায় লক্ষাধিক সাধারণ মানুষের ঢল নামে। এদিনের পদ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিমনসুর মিস্ত্রী, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান–উপপ্রধান পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রমুখ। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর বলেন দীর্ঘ ৩৪ বছরের অপশাসনের পর জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে রাজ্যে এসেছিল পরিবর্তন। এই বছরের ২০মে দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার সাড়ে চার বছর পার হয়ে গেল।

আর এই সাড়ে চার বছরে রাজ্যে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি হয়েছে তা এই উন্নয়নের দিশা পদ যাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যুব কল্যাণ থেকে শিশু, পূর্ত থেকে সমাজ ও নারী কল্যাণ, সব দিকেই শুধু কাজ আর কাজ। কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প, যা মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে পড়াশুনা করতে উৎসাহ দেয়, তা সারা দেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য দ্বিতীয়। নায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, ১০০ দিনের কাজ, কৃষি, সেচ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, গুনিজনদের সম্বর্ধনা প্রমুখ উন্নয়নমূলক কাজে জোয়ার এসেছে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সাড়ে চার বছরে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, তা তুলে ধরতে এই উন্নয়নের দিশা পদযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্যের ২০টি

জেলাতে গ্রাম–শহর সর্বত্র যেরকম উন্নয়ন হয়েছে, তা বিগত বাম সরকারের আমলে দেখা যায়নি। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে। কিন্তু চক্রান্তকারি হাজার চেষ্টা করেও এই সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাবকে ভাঙতে পারেনি। রাজ্যে জলাশয় সংরক্ষণ, নতুন জলাশয় সৃষ্টি সহ জল ধরো জল ভরো কর্মসূচি দারুণ সাফল্য পেয়েছে।

জেলার প্রান্তে প্রান্তে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। বিনামূল্যে হাসপাতালে নানা ধরনের মেডিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে। এমনকি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহিত করতে এ বাধার পর একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। তিনি আরও বলেন ক্যানিং থেকে বেলেগাছি ১০ কিমি পদ যাত্রা করা হল। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে এই পদযাত্রায়। যা লক্ষাধিক মানুষের ঢলে মহাপদযাত্রায় পরিণত হয়েছে।

বিবেকানন্দ–নেতাজি জন্ম জয়ন্তী পালনে সমাপ্ত নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি তাদের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপন করল গত ২৩ জানুয়ারি সামালীর মনসাতলায় বিবেক নিকেতনে। গত ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়েছিল। ১৭ জানুয়ারি লায়ন্স ক্লাব অব বেহালার উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মানুষরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ২০–২২ জানুয়ারি বিবেক নিকেতনে ৮০ জন ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে একটি শোলা শিল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সূচনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র বস্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় কর্মশালাটি পরিচালনা করে গুরুসদয় মিউজিয়াম। কর্মশালায় উপস্থিত মিউজিয়ামের কিউরেটর বিজন মণ্ডল। সঞ্চালনা করেন দীপক বড় পন্ডা।

২১–২২ জানুয়ারি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি জন্ম জয়ন্তীর দিন বিবেক নিকেতনের প্রাঙ্গন মানুষের সমাগমে ভরে ওঠে। ওই দিন স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। নেতাজি ও বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ, নির্মল গোস্বামী, দিলীপ দাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দুঃস্থ মানুষদের ওদিন শীতবস্ত্র দান করা হয়। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে সকলকে আনন্দ দেন কল্যান দাস, শিপ্রা রায়, অনিল বরণ ঘোষ, স্বাগতা, তৃণা প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের মাঝে উপস্থিত হন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, অভিনেতা শচীন মল্লিক। দুপুরে সকলের জন্য ছিল খিচুরি ভোগ। বিবেকানন্দ বিষয়ক একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য–সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে।

সবশেষে পুরুলিয়া থেকে আগত শিবদুর্গা নাটুয়া নৃত্যের দল পরিবেশন করে নাটুয়া নাচ। যা সকল দর্শককে মোহিত করে। নাটুয়া দলের পরিচালক গুণধর সহিসের অনবদ্য নৃত্যকলা দীর্ঘদিন মানুষ মনে রাখবে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক।

লিমকা বুকে নাম তুলে রেকর্ড চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মলয় সুর : হুগলির তারকেশ্বরে দশঘরা বিশ্বাস পাড়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ টাকার কয়েনের উপর অভিনব টাওয়ার তৈরি করে ২০১১ সালে লিমকা বুক অব রেকর্ডসে লিপিবদ্ধ করে শিরোপা অধিকার করে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। পেশায় তিনি সঙ্গীত শিল্পী, একদম ছোট থেকেই ভাস্কর্য নিয়ে কিছু করার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ থাকত। তিনি এরজন্য বহুদিন ধরে পরিশ্রম করে সুফল পান। ২০০৮ সালে ১৫০ বছরের দশঘরা হাইস্কুলে বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে সায়েন্স প্রদর্শনীতে প্রথম এক টাকার ১৪৫০ টাকা কয়েনের উপর একটি মাত্র টাওয়ার তৈরি করে প্রদর্শন করেন তাঁর ছোটবেলার নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রচুর প্রশংসা ও প্রেরণা পান। জীবনের সেই পথচলা শুরু।

এরপর বিগত বাম জমানায় দমকল মন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায় তাঁর কয়েনের অনুপম ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে শংসাপত্র দেন। এমনকি মহাকরণে নিয়ে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সময় তাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ২০১২ সালে কানপুর আইআইটির ছাত্রছাত্রীদের সায়েন্স প্রদর্শনীতে ৫০০০ এক টাকার কয়েনের উপর নানা ধরনের মডেল তৈরি করে সকলের নজর কাড়েন। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা তাঁর পারদর্শিতা দেখে আকৃষ্ট হন। চন্দনবাবু বলেন, তিনি বরাবরই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চান। তাঁর ভাবনা তিনি এমন কিছু করবেন তা আগে কেউ কখনও করেন নি। তবে এই কয়েনের মডেলগুলিতে কোনও রকম আঠা জাতীয় বা চুম্বকের সংস্পর্শ নেই। কেবলমাত্র ব্যালেন্সের উপর রয়েছে।

২০১৪তে অসমের গৌহাটি আইআইটির ছাত্রছাত্রীদের সায়েন্স প্রদর্শনীতে তিনি কয়েনের মডেলগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে চেন্নাইয়ে এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কয়েন আর্ট গ্যালারি’ নামে এই প্রদর্শনীতে ৮টি বিশেষ মডেল থাকে। টাওয়ার, কুঁড়েঘর, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, হাঁস ও রোবট। গত বছরের মার্চ মাসে মুম্বাইয়ের আইআইটিতে ‘পদার্থ’ নামে বিজ্ঞানের প্রদর্শনীতে চন্দনবাবুর কয়েনের মডেল স্থান পায়। এছাড়া ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাউরকেল্লাতে গুরু নানক পাবলিক স্কুলে তাঁর কয়েনের মডেল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর এই কয়েনের মডেলগুলি তৈরি করতে দুই ঘন্টা সময় লাগে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াতে তাঁকে দেখানো হয়েছে। তাঁর বাবা জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় গৌহাটিতে মহিলাদের রাজ্য ও জাতীয়স্তরের স্পোর্টসম্যান ছিলেন। স্ত্রী সুমনা ও তাঁদের একমাত্র পুত্র অরিত্র (৯) সকলের শুভেচ্ছা ভালবাসা ও প্রেরণায় তিনি সাফল্য পান। তার জন্য পরিবারের সকলে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন। উল্লেখ্য, তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যে তিনি উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন। ভারতবর্ষ নানা জাতি–ধর্ম–বর্ণের দেশ তাই তাদের কথা মাথায় রেখে নতুন কিছু তৈরি করার জন্য এখন গবেষণা করছেন।

লোকসংস্কৃতির বিহারীনাথ এবং আরো ছাড়িয়ে

যাওয়া আসার পথে পথে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

এখান থেকে দেড় কিমি দূরে বিহারীনাথ পাহাড়। বিহারীনাথ পাহাড় বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ পাহাড়। উচ্চতা ১৪৮০ ফুট। বিহারীনাথ পাহাড়ের পাশে আছে সরপাহাড়ি, লেতিপাহাড়ি প্রভৃতি। পুরুলিয়ার সীমান্ত এবং দামোদর নদী ঘেরা পাহাড়টির ওপরে বিহারীনাথ মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমে উড়েশ্বরী মন্দির। স্থানীয় লোকেরা বললেন, আগে দামোদর নদী এখানেই ছিল। তখন এখানে ছিল জঙ্গল। এই এলাকায় তখন পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজার রাজত্ব।

পঞ্চকোট রাজারা বিহারীনাথ মন্দিরের সেবার জন্য নানাধরনের লোক রেখেছিলেন। মূল সেবায়েত ছিলেন দেওঘরিয়া এবং মিশ্র পদবীধারীরা। এছাড়া ছিলেন কুমোর, এঁরা দেবতার ভোগের পাত্র বানাতেন। ঠাকুরের দুধ দেওয়ার জন্য আলাদা গোয়ালা ছিল। ভোগ রান্নার জন্য শাল কাঠের ব্যবহার হত, সেই কাঠ আনার জন্য পৃথক লোকের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও ছিল আরো নানাধরনের কাজের মানুষ।

সারাবছর এখানে যে মেলাগুলি হয় সেগুলি হল শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রির মেলা চার দিন, শ্রাবণ মাসে সারা মাস শ্রাবণী মেলা, বিশেষ করে রবিবার এবং সোমবার মেলা জমে বেশি। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন মেলা দুই দিন ধরে চলে। মাঘ মাসে মাকুড়ি সপ্তমীতে (শুক্লপক্ষের সপ্তমী) একদিন মেলা হয়।

বিহারীনাথ মন্দিরের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এখানে প্রথমে আছেন ভৈরব, তারপর শিব। মন্দিরের ভেতর মা দুর্গা, আদিপ্রস্তর যুগের নারায়ণ বিষ্ণুর শিলামূর্তি, দুর্গা রূপে পূজিতা হন বিনধবাসিনী মূর্তি। ভৈরবের কাছে পয়লা বৈশাখ পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। তবে অন্যদিনেও বলি দেওয়া হয়।

বিহারীনাথ প্রসঙ্গে স্থানীয় অজিতকুমার দেওঘরিয়া (বন্দ্যোপাধ্যায়) জানিয়েছেন, ‘প্রাচীন উড্ডীন বসন খ্যাত ক্রোঞ্চ পর্বতের পাদদেশে প্রাচীন যোগধামটি ঐসময় নাথপন্থীরা দখল করে নেয়। সেখানে তারা একটি যোগবিহার গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে ওই নাথ যোগ বিহারই বিহারীনাথ নামে খ্যাত হয়। তা থেকেই বিহারীনাথের নামের উৎপত্তি। নাথ বিহারটি গড়েছিলেন স্বয়ং পার্শ্বনাথ। এই যোগ বিহারে মহাবীরপন্থী জৈনরা বিশেষ পাত্তা পায়নি বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে নাথ যোগীদেরই প্রাধান্য বজায় ছিলো।’ (উড্ডীনবসন থেকে উড্ডীয়ান পরিক্রমা (২য় খন্ড), পরিবেশক: দে বুক স্টোর্স, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন ১৯৯১) স্থানীয় গ্রামবাসীরা অবশ্য এই তথ্য মানতে নারাজ। তাঁরা বিহারীনাথের ঐতিহ্য খোঁজার জন্য আরো গবেষণার কথা ভাবছেন। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফণিভূষণ দেওঘরিয়া, ব্যবসায়ী বসন্ত মিশ্রা উঠে পড়ে লেগেছেন, এলাকার ঐতিহ্য বাঁচাতে হবে। নিজেদের কাজের ক্ষতি করেও তাই সারাবছর লেগে থাকেন এই মন্দিরের উন্নয়নের কাজে।

বিহারীনাথের উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে আয়োজন হয়েছে চারদিনের মেলা। প্রথম দিন গন্ধা দিবস – রাধাকৃষ্ণের আমন্ত্রণ, এদিন ৫২ বার পুজো হয়। দ্বিতীয় দিন শিবরাত্রির সমস্ত রাত ধরে পুজো। শুরু হয় ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন। দরিদ্র নারায়ণ সেবা, রাতে পালকীর্তন। তৃতীয় দিন একই অনুষ্ঠানের পর চতুর্থ দিনে হয় কুঞ্জ বর্ণণা গান। নর–নারায়ণ সেবা। নামযজ্ঞের সমাপনকে বলা হয় কুঞ্জ বর্ণণা গান।

মন্দিরের সামনের পুকুর থেকে স্নান করে উঠে আসছেন ভক্তরা। কেউ কেউ ঠাকুরের কাছে দন্ডী কাটছেন।

বিরাট মেলা, প্রচুর দোকান। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে মনোহরী জিনিস যেমন আছে, তেমনি আছে লটারি খেলা। লটারির টিকিট কাটলে পাওয়া যাচ্ছে স্টিলের

হাঁড়ি, কলসী, বালতী প্রভৃতি বহু জিনিস। আর সেই টিকিট কাটার জন্য কিছু যুবক নানা কায়দায় চ্যাঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে হিন্দি গান চালিয়ে দিচ্ছে সিডিতে। এইসব এখন গ্রামের মেলায়ও বেশ জাঁকিয়ে ঢুকে পড়েছে। অ্যানাউন্সারের গলায় হিন্দি টান। চাল–চলন–বেশভূষায় মনে হচ্ছে বার্ণপুর, আসানসোল এলাকার ছেলে হবে।

মন্দিরের পেছনে তখন রান্নার বিরাট আয়োজন শুরু হয়েছে। সব দর্শনার্থীর খাওয়ার আয়োজন এখানে। সেই ব্যবস্থায় হাত লাগিয়েছেন এলাকার নানা মানুষের সঙ্গে পুলিশ কর্মীরাও। এক মহিলা পুলিশ রুটি বেলতে বেলতে বলছিলেন, ‘লেগে গেলাম রান্নার কাজে। এত মানুষকে খাওয়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করা যায় নাকি?’ খাওয়াদাওয়া করেই ঘরে ফেরেন মেলার মানুষেরা। আগে এখানে নিয়ম ছিল মেলায় মদ খাওয়া যাবে না। তবে গাঁজা খাওয়ায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু মেলা–ফেরৎ বহু মানুষই সে নিয়ম এখন মানতে পারছেন না। তাদের পা টলমল করছে। সাইকেলে উল্টে পড়ছে নেশার ঘোরে। আর মেলা কমিটিকে তাই মানতে হচ্ছে।

মধ্যরাতে মেলায় গেছি। পালা–কীর্তন চলছে। ভক্তরা মন্দিরের চারদিকে ঘিরে বসে আছেন সুশৃঙ্খলভাবে। মাঝখানে মহিলা কীর্তনীয়া গৌরী দেবী গাইছেন

এক কৃষ্ণ দুই রাধা... সৎচিৎআনন্দের ব্যাখ্যা করতে করতে মহিলা নাচছেন, গাইছেন, সংলাপ বলছেন। নাচ–গান–নাটকের কি অসাধারণ উপস্থাপনা। সেই উপস্থাপনায় মুগ্ধ আমার সঙ্গী অভিনেতা দীপক মিত্র, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন কিংবা অধ্যাপক সুমহান বন্দ্যোপাধায় প্রমুখরা। তাঁরা উচ্ছ্বসিত। তাঁদের আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে এলাকার আমজনতাকেও। বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে কীর্তনীয়ারা আসেন। চারদিন ধরে চলে পালাকীর্তন।

ঐদিন সন্ধ্যায় পাহাড় জমে উঠেছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। কলকাতার ‘লৌকিক’ পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে আলোচনাচক্রের পর আয়োজন হয়েছিল নানা অনুষ্ঠান। লোকসংস্কৃতিবিদ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী গাইলেন লোকসঙ্গীত, বাংলাদেশের মনিরা পারভিন নাচলেন কথথক, বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল শ্রুতি নাটক। ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এই উপস্থাপনাটি অসাধারণভাবে ছুঁয়ে গেল প্রতিটি দর্শক–শ্রোতাকে। অভিনয় করলেন দীপক মিত্র, কৃষ্ণা সেন, সিদ্ধার্থ সেন এবং ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়তলির গ্রামের মানুষেরা মুগ্ধ হলেন এইসব অনুষ্ঠানে।

বিহারীনাথের কাছাকাছি জায়গায় আছে বেড়ানোর মতো নানা জায়গা। সেগুলি হল মাইথন, পাঞ্চেত, শালতোড়া, শুশুনিয়া প্রভৃতি। আর সত্যজিৎ রায় যেখানে হীরক রাজার দেশে শ্যুটিং করেছিলেন সেই বিনোদপুর ড্যাম কিংবা জয়চন্ডী পাহাড়ও কাছেই। বরান্তি এখান থেকে ১৫ কিমি দূরে। কলকাতা থেকে বিহারীনাথ পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ২৬০ কি.মি। এখানে আসার জন্য রানিগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ভাড়া গাড়ি বা বাসে আসা যায়। রানিগঞ্জ থেকে বিহারীনাথের দূরত্ব ২২ কিমি।

বিহারীনাথ থেকে বেরিয়ে সাঁওতাল গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি শালতোড়ার নেতাজি সুভাষচন্দ্র সেন্টিনারি কলেজের দিকে। ঢুকে দেখলাম, কলেজে কোনো স্লোগান নেই। নেই কোনো রাজনৈতিক পোস্টার। মফস্বলের এই কলেজে একটি বাতানুকূল অডিটরিয়াম, একটি বড়সড় মুক্তমঞ্চ আছে। মাত্র আটজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়ে চলছে একটি মহাবিদ্যালয়। কলেজের ভারপ্রাপ্ত তরুণ অধ্যক্ষ ড. অনির্বাণ মান্না খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলছিলেন, গত দশ বছরের মধ্যে গড়ে ওঠা কলেজটিকে কীভাবে সাজিয়ে তুলেছেন সবাই মিলে।

উনি বুঝেছেন, ‘এখানকার স্থানীয় মানুষেরা কলেজটাকে ভালোবাসেন। ছাত্র–ছাত্রীদেরও একটা সেন্টিমেন্ট আছে কলেজটাকে ঘিরে। তারা মনে করে এটা তাদের কলেজ। তাই কলেজটাকে তারা রাজনীতির আখড়া বানায়নি।’ আমার সঙ্গী অধ্যাপকরা ভাবছিলেন, তাঁদের কলেজগুলিও যদি এমনটা হত। দৃশ্যদূষণের হাত থেকে কলেজগুলি বাঁচত। হয়তো বা পড়াশোনার পরিবেশটাও থাকত। আর পড়াশোনার পরিবেশ না থাকলে গ্রাম–গঞ্জের ছেলে–মেয়েরা পাল্লা দেবে কী করে? তাদেরওতো শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। শুধু রাজনৈতিক স্লোগান তাদের কিছু দেবে কি! শালতোড়া কলেজকে পেছনে ফেলে আমরা এগোতে থাকি আরো দূরে.....দূরে।

মাঙ্গলিকী

আন্তর্জাতিক নববর্ষ পালনে যুগ সাগ্নিক

১ বৈশাখ বাঙালির ঘরে ঘরে বিভিন্ন সভায় নববর্ষ পালিত হয়। ১ জানুয়ারি সাধারণত এরকম কোনও অনুষ্ঠান হয়না। এবছর ১ জানুয়ারি এর ব্যতিক্রম ঘটল সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগ সাগ্নিকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বস্তুত তাঁদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্রিকা গোষ্ঠী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের দৈনন্দিন কাজের জীবনে ইংরাজি ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব কতখানি। আবার সবাইকে একথাই বললেন–আমরা নতুন বছরে আমাদের সকল কাজে যেন সফল হই আর আনন্দেই থাকি। কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক নববর্ষ পালন করে পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক মাত্রায় সবার সাথে সুর মেলানো যায়। যুগ সাগ্নিকের এদিনের অনুষ্ঠান ছিল সেই চিন্তা ভাবনাই উজ্জ্বল নিদর্শন।

অনুষ্ঠান হল বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। অনুষ্ঠান মোটামুটি ঠিক সময়েই শুরু হয়। শুরুতে সভাঘর ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। রাত্রি ৯টায় যখন অনুষ্ঠান শেষ হল,তখনও শূন্য আসনের সংখ্যা হাতে গোণা যায়।

এদিন মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন কবি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, বাবলু ভট্টাচার্য (পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি) অমিত গোস্বামী (পত্রিকা গোষ্ঠীর বিশেষ উপদেষ্টা)। অতিথিদের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হল। সঞ্চালক তথা যুগ সাগ্নিকের সম্পাদক কবি প্রদীপ গুপ্ত সকলকে আন্তরিক স্বাগত ভাষণে বললেন, পুরনো জীর্ণতাকে বাদ দিয়ে, ভালোটাকে রেখে নতুন বছরে নতুন সৃষ্টির আনন্দে আমরা মাতবো। অবশ্য গোড়ায় ছিল উদ্বোধনী সঙ্গীত–লিপিকা দে 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'–এর পরিবেশনের মাধ্যমে আসরকে বেঁধে দিলেন অতি উন্নত মাত্রায়। বিশেষ উপদেষ্টা অমিত গোস্বামী পত্রিকার প্রশংসা করেই বললেন, পত্রিকার আঙ্গিক পাল্টাতে হবে–তিনি প্রয়াস চালাচ্ছেন দুই বাংলা (এপার বাংলা–ওপার বাংলা) থেকে যুগ সাগ্নিককে একসাথে প্রকাশ করার কাজ। যুগসাগ্নিক এক ঝাঁক নতুন কবিদের তুলে এনেছেন, যা অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিন থেকে যুগ সাগ্নিককে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। সুতরাং এবার লিটল ম্যাগাজিনের কক্ষপথ পেরিয়ে যুগ সাগ্নিকের বাণিজ্যিক পত্রিকার কক্ষপথে প্রবেশ করতে হবে, যেন বৃহৎ সংখ্যক পাঠক পাঠিকার কাছে 'যুগ সাগ্নিক' নিজের নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। অবশ্যই এর জন্যে বহু বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন; তার জন্যে পত্রিকা গোষ্ঠীকে নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। তার সঙ্গে পত্রিকার অনলাইনে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশিষ্ট অতিথি কবি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গেই বললেন, তৃতীয় বছরে পা দিলেও যুগ সাগ্নিক এখনও প্রধানত সম্পাদক ও তাঁর সহধর্মিনীর উদ্যমের উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন (এই সাথে আরও একজনের নাম প্রতিবেদক জুড়ে দিলেন— তিনি হলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি সদা হাস্যমুখ কবি ও সঞ্চালক বাবলু ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষণে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সকলকে আন্তর্জাতিক নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন সবার সহযোগিতায় যুগ সাগ্নিকের ৩০০ রচনা সমৃদ্ধ পত্রিকার (ইংরাজি রচনা সহ) সঙ্কলন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। (শুধু বললেন না এই প্রক্রিয়ায় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা কতখানি ছিল!)।

এদিন সঙ্গীতে সঙ্গীতে আসরকে যাঁরা উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন সুতপা চৌধুরি, সম্বৃতা নন্দী প্রমুখ। যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের হৃদয় স্পর্শ করল তাঁরা হলেন পাপিয়া দাস, পান্থ বিশ্বাস, শান্তনু মিত্র, সুব্রতা সাহা প্রমুখ। কৃষ্ণা বসু, রত্নেশ্বর হাজরা এদিন সভায় কিছুটা দেরিতে আসেন। কৃষ্ণা বসু, বিমল দেব প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ আসরকে হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করল। তবে এই প্রতিবেদক অতটা কবিতার রস গ্রহণে সক্ষম নন বলেই ব্রত চক্রবর্তীর কবিতার ভিতর কখনও ঢুকতে পারেন না। এদিনও তিনি শ্রী চক্রবর্তীর কবিতার রসে সম্মৃদ্ধ হতে পারলেন না।

এইদিন বিশেষ উপদেষ্টা অমিত গোস্বামীর হাতে বিশেষ উপহার তুলে দিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সহ সভাপতি, দক্ষ সঞ্চালক অরুপম মাইতি। এদিন নীহারিকা সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ ঘটল–সম্পাদক নীহার মজুমদার (পত্রিকার নাম আর সম্পাদকের নাম লক্ষণীয়!)।

এদিন মাউথ অর্গ্যানে শুভাশীষ সরকার আসরকে মাতিয়ে দিলেন। এদিন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ছিল পাঁচ–পাঁচটি শ্রুতি নাটক। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় 'সেরা' শিরোপাটি পাবেন উভলিঙ্গ মানুষের যন্ত্রণার কথা উচ্চারিত নাটক 'সমবিষম'। আর 'সেরা' শিরোপাটি পাবেন যাঁরা পরশুরামের একটি বিখ্যাত নাটক পরিবেশন করলেন–অভিনন্দন (নাটকটির নাম নোট করতে ভুলে যাবার জন্য এই প্রতিবেদক দুঃখিত)।

এদিন বিশেষ লক্ষণীয় ছিল আসরে বেশ কিছু তরুণ কবিদের অংশগ্রহণ; এঁদের সকলকেই অভিনন্দন। বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মজার জাদু 'ঘোড়ার মাথা' মনে হয় সকলেই উপভোগ করলেন।

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি যুগ সাগ্নিকের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে (বইমেলা প্রাঙ্গনে)। এদিন দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুচারু ভাবে সঞ্চালনা করেন বাবলু ভট্টাচার্য (সময়ের অভাবে কয়েক জনকে হাসিমুখে না বলেই!)। আন্তর্জাতিক নববর্ষ পালনে যতই উদার হোক যুগ সাগ্নিক আগামী ১ বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষে তারা যে কৃপণ হবে তা মোটেই নয়। বরং সেদিন বাঙালিয়ানার আন্তর্জাতিকরণ দেখবে সকলে।

৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস

সরস্বতী শিশুমন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর–কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দিরে। ২৬ জানুয়ারি সকালে সুসজ্জিত প্রভাত ফেরি কল্যাণগড়ের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সঙ্গে ছিল গান ও কবিতা আবৃত্তি। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রবীন লেখক শ্যামাপ্রসাদ দাস। সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সভাপতি পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী, সহ সভাপতি পাঁচুগোপাল হাজরা, শিক্ষক বাসুদেব চন্দ প্রমুখ। ছড়া পাঠ করে শোনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমিতা মাহাতো, অনন্যা সমাদ্দার প্রমুখ। মহাপুরুষের বাণী পাঠ করে ঈপ্সা দে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সমবেতভাবে পরিবেশন করে 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' দেশাত্মবোধক গান। বিদ্যালয়ের পক্ষে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তনয় মজুমদার।

বালির সাঁপুইপাড়ায় প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালির সাঁপুইপাড়া রবীন্দ্র পল্লির জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালিত হয় ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস। জাতীয় পতাকা তোলেন সাঁপুই পাড়া বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভার সদস্য মিঠু সমাদ্দার। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন ক্রীড়া সম্পাদক বিভাস নারায়ণ বসু। এলাকার ছোট ছোট বালক বালিকাদের হাতে বিস্কুট লজেন্স তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম সভার অপর সদস্য নয়নকুমার গুহ। আয়োজন করা হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতার। হুগলি জেলার সন্নিকটে অবস্থিত হাওড়া বালির নানা উৎসব উদযাপনে ইতিমধ্যেই সুনাম রয়েছে।

সাগর চৌরঙ্গি স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জানুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার চৌরঙ্গি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে পালিত হল ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দেশবরেণ্য মহান মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনসহ দেশবরেণ্য মনীষীদের প্রতি ছড়া, আবৃত্তি ও গান এবং নৃত্যের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অভিভাবক সহযোগে স্কুলের পাশাপাশি ৪ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী ঊষা দাস এই দিনটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। আজ পবিত্র দিনে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলেন যে সমস্ত রকম অসহিষ্ণুতা ভুলে নির্মল বাংলা তথা পবিত্র ও স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলতে আমাদের আরও বেশি সহিষ্ণু হতে হবে এবং দেশের ও দশের কল্যাণে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বন্দেমাতরম্।

ফলতা ডেলটামলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ৬৭তম ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ফলতা স্পেশাল ইকনোমিক জোন এর মেসার্স ডেলটামল সেফটি সু–প্রাইভেট লিমিটেড (Deltamal Safety Shoes Pvt. Ltd.) কোম্পানিতে শ্রমিক কর্মচারী এবং ম্যানেজমেন্ট এর যৌথ উদ্যোগে কুচকাওয়াজ এবং মিষ্টি বিতরণের মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় এই দিনটি পালিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন কোম্পানির ম্যানেজার সুবিকাশ পাল, কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন এর আইএনটিটিইউসি–র সম্পাদক দীপক কুমার বর্মন। শহিদদের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বহুজাতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংস্থা চললেও জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি থেকে তারা যে বিচ্যুত হয়নি তার প্রমাণ এদিনের অনুষ্ঠান। এর আগেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনে এগিয়ে এসেছে সংস্থা। এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনও রকম গড়িমসি করতে নারাজ। এই ধরনের মানসিকতা কর্পোরেট কালচারে ছড়িয়ে পড়লে দেশাত্ববোধক শিক্ষা সঞ্চারিত হবে পেশাদার কর্মীদের মননে।

শুধুমাত্র পুরানো খবর কাগজ জমা দিয়ে তৈরি করুন

খবর কাগজ ব্যাঙ্ক

কাগজ বিক্রির টাকায় দাঁড়ান
চাষীর পাশে, চা বাগানের শ্রমিকের পাশে
আপনার লিটল ম্যাগাজিনের পাশে
সাহিত্যের চ্যানেলের পাশে

আপনার লিটিল ম্যাগাজিন, আপনার পাড়ার লোক
আপনার পত্রিকার লেখক ও কবি,
আপনার মতন আরো ১০০ লিটিল ম্যাগাজিন
ধরে তৈরি হবে আমাদের সাহিত্যর চ্যানেল।

**আমরা এক হব না, আমরা সবাই জানি,
শুধু উদ্দেশ্য এক হোক, অনেক নামে।**

ছ মাস ধরে চলছে সৃষ্টি টিভিতে
সকাল ৭টায়, তৃতীয় বৃহস্পতিবার
'কবিতার সংসার'', এইমাসে ২১শে জানুয়ারি

ভাবনা মুখ
এক ভাবনা অনেক মুখ

10B, Bijoy Mukherjee Lane, Kolkata-25, 98303 79639
92308 03820, 94339 70264

আলোয় ছায়ায় সাহিত্যবাসর

পশ্চিম পুরিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের একটি আসর বসেছিল তিওয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ে। অংশগ্রহণ করেন ২৭ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী। সঞ্চালনা শুরু করেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তিনি এদিন নভেম্বর বিপ্লবের উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এদিন ডঃ বর্ধন আগেই চলে যেতে বাধ্য হন কারণ আরও একটি বড় সংগঠনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন। সঞ্চালনায় আসেন আর এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (এদিন আহ্বায়ক সুকুমার মন্ডল আসরে শুধুই শ্রোতা/পাঠক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তবে সকলের চা –জলপানের যথারীতি ব্যবস্থা করেন!)।

এদিন সন্তোষ সরকার 'এমাসের স্মরণীয় দিনগুলি'–র কথা বলেন। হেমন্ত মুখার্জির 'ও নদীরে' বিখ্যাত গানটি ভালো গাইলেন শান্তনু মিত্র। তবে গানটির মাঝখান থেকে গান শুরু করার কি কারণ বোঝা গেল না।

–চমক?... যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন দেবনাথ পোড়ে, সুনীল গুহ, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, কানন পোড়ে, শান্তনু মিত্র প্রমুখ। এদিন প্রতিবেদক লক্ষ্য করলেন কবি শান্তনু মিত্র বড় অস্থির ছিলেন, সভা চলাকালীন বারবার সভাঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন আবার ঢুকছিলেন। আবার কবিতা পাঠের সময় ডান হাতে না ধরানো একটি সিগারেট জাদুদন্ডের মতো ঘোরাচ্ছিলেন ('কেন পান্থ এই চঞ্চলতা!')। কবি অদৃশ্যনাথের কবিতা দিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করব। অদৃশ্যনাথ শোনালেন ব্যাঙ্গাত্মক, উপভোগ্য কবিতা, 'জাগরণ'। কবিতাটি সুদীর্ঘ হলেও সকলের ভালো নাগল। কবিতাটিতে নজরুলের এক বিখ্যাত ছান্দিক বিন্যাসের প্রয়োগ ভালোই আর এই কথাটি উল্লেখ করেই প্রতিবেদক কবিতাটির প্রশংসাই করলেন। তবে না করলেই বোধহয় ভালো হত কারণ সাথে সাথেই অতি নীচুস্বরে হলেও নজরুলের নাম উল্লেখ করেই একটি কটূক্তি করলেন জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, যা ছাপার অযোগ্য...এই ভাবেই আলোয়–ছায়ায় সম্পূর্ণ হল পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভা।

শীতের সন্ধ্যায় শুধুমাত্র নাচা–গানা বা ধামাকা সম্বলিত অনুষ্ঠানই যে মানুষের একমাত্র যাওয়ার জায়গা নয় তার প্রমাণ এই ধরনের উৎকৃষ্ট সাহিত্য বাসর। যা রসে বসে বাঙালিকে আচ্ছন্ন এবং আবিষ্ট করে রাখে।

খাদের কাঁকড়া শিকারের অভিনব আদব কায়দা

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

মুন্ডাপাড়া। সমসেরনগর ৪নং। হিঙ্গলগঞ্জ থানা। জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কালিন্দীর শাখা নদীর বাঁধ বরাবর মুন্ডাদের বাস। ছোট্ট পাড়া। পরিবারের সংখ্যা ষাট–পঁয়ষট্টি। সব পরিবারই জঙ্গলজীবী। আয়ের প্রধান উৎস জঙ্গল হলেও, অল্পবিস্তর ধানচাষ সবারই আছে। এমনকি যাঁর নিজের কোনও জমি নেই, দু এক বিঘে জমি লিজে নিয়ে তিনিও চাষ করেছেন। জমি চাষ ছাড়া আদিবাসী পরিবারগুলো সুন্দরবনের জল–জঙ্গল থেকে মাছ–কাঁকড়া ধরে, মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, নিতাই মুন্ডা সকালবেলা কাঁকড়া ধরতে বেরিয়েছেন। ফিরবেন চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ। ০১।০১।২০১৬ তারিখে আমি ক্যামেরা হাতে চারটে থেকে ঘাটে আপেক্ষা করছি। নিতাই মুন্ডা সাড়ে চারটের মধ্যে ডিঙি নিয়ে ঘাটে পৌঁছলেন। নৌকোতে ছিলেন দু'জন মহিলা ও দু'জন পুরুষ। কাঁকড়া ধরে ফিরছেন। নিতাই মুন্ডা দলের নেতা (৫০)। নৌকোর মালিক এবং মাঝি। বাঁধের ওপর উঠলে, কাছে গিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

– আসুন আমার বাড়িতে। বাঁধের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে বাড়িটা দেখালেন। বাঁধের গায়েই বাড়ি।

– আমি তাঁর পিছু নিলাম। বাড়িতে ঢুকেই, ছেলেকে একটা চেয়ার বের করে দিতে বললেন। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার উঠোনে পেতে দিয়ে, সে আমাকে বসতে বলল। আমি বসলাম। তারপর নিতাইবাবু আমাকে বললেন, বলুন কী জানতে চান?

আমি তাঁকে প্রশ্ন করে যা জানলাম, সংক্ষেপে সেগুলো হল: এখন নিতাইবাবুর বয়স ৫০ বছর। বাবার নম কৃষ্ণপদ। বর্তমানে চারজনকে নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী–স্ত্রী আর দুই ছেলে। ইন্দ্রজিত ও গোপাল। ইন্দ্রজিতের বয়স ২২, মাধ্যমিক পাশ করেছে। গোপালের ৭, স্কুলে যাচ্ছে। নিতাইবাবুর আছে আড়াই বিঘে চাষের জমি। নিজেই স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে চাষবাসের কাজ সেরে নেন। বাইরের কারোর সাহায্য নিতে হয় না। তবে আগের মতো গরুতে তো আর লাঙল টানে না। সেটা পয়সা দিয়ে মেসিনে করিয়ে নিতে হয়। চাষবাস ছাড়াও নিতাই মুন্ডা সারাবছর নিয়মিত কাঁকড়া ধরেন। মধুর মরশুমে মধু ভাঙেন। এসব কাজে কখনও স্ত্রী, কখনও ছেলে, কখনও বা উভয়ই তাঁর সঙ্গী হন।

আমি জানতে চাইলাম, কোন কোন জঙ্গলে আপনারা কাঁকড়া ধরতে যান?

– অনেক জঙ্গলে আমরা যাই। যেমন, কুঁড়েখালি, ধ্বজীখালী, আড়বেঁশে, ডাবর, তুষখালি, গাববনে, উত্তরচড়া, দক্ষিণচড়া, হরিখালি প্রভৃতি। সাধারণত কাছাকছি জঙ্গল–গুলোতে বেশি যাই।

– কাছাকাছি জঙ্গলগুলোতে বেশি যান কেন?

– আমরা 'নন–পাশি'। পাশ না নিয়েই যাই। তাই বেশি দূরে যেতে পারি না। ছোটো ছোটো নৌকো নিয়ে, তিন–চারজন, কখনও দু'জনই যাই। যেদিন যাই সেদিনই ফিরে আসি।

– পাশ কাটেন না কেন?

– পাশ কাটব কী? সরকার তো আর পাশ দেয় না।

– ও, বুঝতে পেরেছি। আপনি বি.এল.সি.–র কথা বলছেন।

সুন্দরবনের জল–জঙ্গলের ওপর থেকে চাপ কমাতে বনদপ্তর মাছ–কাঁকড়া ধরার ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এই বিধিনিষেধের অন্যতম হল কোনও নৌকো বি.এল.সি.(বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) ছাড়া বনবিভাগের এলাকার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে বনদপ্তর থেকে ১৯৮০ সালে সমগ্র সুন্দবনের জন্য মাত্র ৪৭১৬ টা বি.এল.সি. ইস্যু করা হয়েছিল। বর্তমানে বি.এল.সি.–র চাহিদা বেড়েছে অনেকগুণ। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও নতুন বি.এল.সি. ইস্যু করা হয়নি। তবে যাঁদের বি.এল.সি. আছে, কিন্তু নানা কারণে ব্যবহার করেন না, তাঁরা বি.এল.সি. ভাড়ায় দেন।

– সেটা আমরা জানি। একটা বি.এল.সি. এক মরশুমের জন্য ভাড়ায় নিতে হলে ২৫–৩০ হাজার টাকা লাগবে। কোথায় পাব আমরা?

– তাই আমরা বি.এল.সি ছাড়া কাঁকড়া ধরি। লুকিয়ে যাই। ধরতে পারলে ফাইন করে। দোন, নৌকো তুলে নেয়। ফাইন দিয়ে, নৌকো ছাড়াতে ছাড়াতে একটা গণ নষ্ট হয়ে যায়।

– আপনারা জঙ্গলে কীভাবে কাঁকড়া ধরেন?

– আমরা এক গণে দু'রকম পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরি। মরা কোটালে (৬ষ্ঠী থেকে ৯মী) আমরা খাদে অথাৎ গর্ত থেকে কাঁকড়া ধরি। আর ভরা কোটালে (১০মী থেকে ৫মী) ধরি দোনে, খাল/খাঁড়ি অথবা নদী থেকে।

– খাদের (গর্তের) কাঁকড়া কি শিক দিয়ে ধরেন?

– না। হাত দিয়ে ধরি।

– হাত দিয়ে? খালি হাতে?

– হ্যাঁ, খালি হাতে। – খালি হাতে, কীভাবে গর্তের মধ্যে থেকে, কাঁকড়া বের করেন, একটু বুঝিয়ে বলুন।

– মরানিতে অর্থাৎ মরা কোটালে আমরা জঙ্গলে উঠি। জঙ্গলের মধ্যে কাঁকড়ার গর্ত খুঁজতে থাকি। গর্তের কাছে পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পারি, কাঁকড়া গর্তে আছে, না বেরিয়ে গেছে। গর্তের মধ্যে থাকলে, হাত ঢুকিয়ে গর্ত থেকে কাঁকড়া বের করে আনি।

– আপনাদের কাছে আর কোনও হাতিয়ার থাকে না, গর্ত থেকে কাঁকড়া বের করার জন্য ?

– না। কাছে একটা গরানের লাঠি থাকে। শাবলের মতো। ফুট চারেক লম্বা। প্রয়োজন হলে এই লাঠিটার সাহায্যে, গর্তের মুখটা একটু বড়ো করে নেওয়া হয়। কাঁকড়াটা গর্তের মধ্যে চুপটি মেরে বসে থাকে। আমরা আগে রুমালের মতো এক টুকরো নেকড়া, যে–হাত দিয়ে ধরব, সেই হাতের চারটে আঙুলে জড়িয়ে নিই। তারপর ধীরে ধীরে গর্তের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিই। আঙুলটা কাঁকড়ার পিঠ স্পর্শ করলেই, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ওপরে তুলে নিই। তুলেই সিনথেটিকের ব্যাগের মধ্যে কাঁকড়াটাকে ঢুকিয়ে দিই।

মুন্ডা পাড়ার খাদের কাঁকড়াশিকারিরা জানিয়েছেন তাঁরা দৈনিক গড়ে মাথা পিছু

দু'কিলো কাঁকড়া ধরেন। নৌকোর জন্য গণে ৩০০টাকা অথাৎ মাসে ৬০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। শীতের সময় কাঁকড়ার সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া যায়। সে–সময় গ্রেড কাঁকড়ার (রপ্তানিযোগ্য কাঁকড়া) দাম ছিল যথাক্রমে :

মাদী কাঁকড়া	মদ্দা কাঁকড়া	
	২০০ – ২৯৯গ্রা	৪৫০টা কিলো
১৮০ – ১৯৯গ্রা ৮০০টা কিলো	৩০০ – ৩৯৯গ্রা	৫৫০টা কিলো
২০০ + ১১০০টা কিলে		
	৪০০ – ৪৯৯গ্রা	৭০০টা কিলো
	৪৯৯ – ৫০০গ্রা	৯০০টা কিলো

বি.দ্র.১৮০গ্রামের কম ওজনের মাদী এবং ২০০গ্রামের কম ওজনের মদ্দা কাঁকড়াকে ছাঁট কাঁকড়া বলে। ছাঁট কাঁকড়া হল রপ্তানি অযোগ্য কাঁকড়া। তাই তার দাম কম। ১৫০ টাকা কিলো। মুন্ডা পাড়ার কাঁকড়া মারারা সমসেরনগরের স্থানীয় আড়তে তাঁদের কাঁকড়া বিক্রি করেন।

সুন্দরবনের ডায়েরি

দুটি গোল ছাড়া বড় ম্যাচ ফ্লপ

আই লিগ ফের জিততে মরিয়া দুই প্রধান

কমল নস্কর

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এই শব্দদুটির সঙ্গে বাংলার মাটি যে নির্যাসিত তা নতুন করে বলার নয়। স্থানীয় লিগ, জাতীয় লিগ বা ভারতের যে কোনও প্রান্তে অনুষ্ঠিত বড় কোনও টুর্নামেন্ট সবেতেই মোহন-ইস্ট লড়াইয়ের পারদ একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এই তো গত বছর জাতীয় লিগ বা আই লিগ ঘরে তোলার পরেও মোহন ব্রিগেডকে ধাক্কা দিয়েছে ঘরের মাঠে স্থানীয় লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০-৪ গোলে হার। সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আপাদমস্তক মোহনপ্রেমীরা নিঃসন্দেহে পাখির চোখ করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটিকে। বিশেষ করে সোনি নর্ডি, কর্নেল গ্লেন, কাতসুমি, লুসিয়ানোর চর্তুভুজ নিয়ে ফেবারিট হিসেবে শুরুও করেছিল বাগান। সেই জায়গা থেকে যাবতীয় আশা চুরমার হয়ে যেতে বসেছিল ইস্টবেঙ্গল ১-০ এগিয়ে যাওয়ার পর। গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডংয়ের ঝলমলে পারফরমেন্সের পাশে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিল নাইজেরিয়ান র‍্যান্টি মার্টিন্স। সেই র‍্যান্টি এবার যেন সংকল্প করে নেমেছেন যে তারকা কাকে বলে দেখিয়ে দেবেন। তার সঙ্গে পেমেন্ট নিয়ে গন্ডগোল মিটে যাওয়ার পরে র‍্যান্টি যেন একেবারেই অন্য ভূমিকায়। বরং র‍্যান্টির পাশে মোহনবাগান ম্যাচে অনেকটাই ক্লিশে মনে হয়েছে ডু ডংকে। যাও হোক ইস্টবেঙ্গল র‍্যান্টির গোলে এগিয়ে গেলেও ম্যাচ ধরে রাখতে পারেনি। মোহনবাগান তেড়ে ফুঁড়ে ম্যাচে না ফিরলেও কর্নেল গ্লেনের মাঠে থাকাটাই কাল হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের জন্য। অসাধারণ হেডে সমতা ফেরান ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিশ্বকাপার কর্নেল। বস্তুত এই দুটি গোল ছাড়া খানিকটা হলেও ম্যাচে ইতিবাচক ছিল ইস্টবেঙ্গল। মোহন কিপার দেবজিৎ নিশ্চিত দু-তিনটি গোল না বাঁচালে বাগানের কপালে দুঃখ ছিল অবধারিত। তবে ইস্টবেঙ্গল যে খুব একটা আহামরি ভালো খেলেছে তা নয়। দু দলের অসংখ্য সমর্থক তাই মাঠ ছাড়ার আগে বারবার আপশোস করছিলেন এইরকম একটা ঘ্যানঘ্যানে ম্যাচের জন্য। ইস্ট-মোহন ম্যাচের যে পারদ থাকে ঘুণাক্ষরেও তা তৈরি হয়নি এদিন।

এমনিতে গতবারের জাতীয় লিগ জয় মোহনবাগানের নাম শুধু উজ্জ্বল করেনি একযুগেরও বেশি সময় পরে বাংলার ঘরে এনেছে এই জাতীয় ট্রফিটি। ইস্টবেঙ্গল বরং গত চার-পাঁচ বছরে অনেক বেশি ধারাবাহিক ছিল মোহনবাগানের চেয়ে। অথচ সেই ইস্টবেঙ্গল দুবার রানার্স হলেও একটুর জন্য পায়নি আই লিগ। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান অনেকটাই ভাগ্যবান। একবার ট্রফি জয়ের কাছে গিয়েই তা ঘরে তুলতে পেরেছে সবুজ মেরুন। এজন্য কো সঞ্জয় সেনের সৌভাগ্যকেও অনেকেই তারিফ করছিল। এই জায়গা থেকেই তাগিদ অনেকটাই বেশি তাঁর। প্রথম দুটি ম্যাচে সহজ জয় এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছে প্রায় হারতে হারতে সমতা ফেরানো তাই চেতলানিবাসী সঞ্জয়ের কাছে নয়া দিগন্ত খুলে দিল। বলা তো যায় না ঘরোয়া ট্রফি বা লিগে বাগান যতটাই দুর্বল প্রতিপন্ন হোক না কেন, আই লিগের চওড়া কপাল সবুজ মেরুনের সঙ্গে দিল ফের।

ইস্টবেঙ্গলের কাছেও আই লিগ জেতা বড় চ্যালেঞ্জ। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিক ভালো খেলার সর্বোকৃষ্ট পুরস্কার তাহলে তারা পেয়ে যাবে। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য অকপটে তা স্বীকারও করেছেন। ময়দানের সবার প্রিয় বিশুদার কথায় আই লিগ জিতে মোহনবাগান যে রাস্তা দেখিয়েছে তা ধরে রাখার দায়িত্ব এবার ইস্টবেঙ্গলের। কলকাতার এই দুই বড় দল নিজেদের মধ্যে ড্র করায় তাই খুশি কলকাতার আপামর ফুটবলপ্রেমী। তারা চাইছেন এবার সবুজ-মেরুন বা লাল-হলুদ যে কোনও একটি জোয়ারে গা ভাসাতে। এই ক্ষেত্রে কলকাতার দুই প্রধানের কাছে ইতিবাচক দিক হল গোয়ার ক্লাবগুলি তাদের বিগত দিনের ধারাবাহিকতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। এদের সঙ্গে টক্কর নেওয়ার জন্য তা হলে বেঙ্গালুরু এফসি সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে মুম্বই এফসির মতো কয়েকটি ক্লাবও। তাও তুলনামূলকভাবে বিগত কয়েক বছরের থেকে অনেকটাই স্বস্তিতে কলকাতার প্রধানরা। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা কতটা করতে পারল সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকবে বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীদের।

আন্তঃরাজ্য সাব-জুনিয়র জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতা

মলয় সুর

৩য় আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাসটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা চন্দননগর খলিসানী বিদ্যামন্দির স্কুলে ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল। পরিচালনায় ডিস্ট্রিক্ট জিমন্যাসটিক অ্যাসোসিয়েশন। এতে ৮টি জেলার ১৩২ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। অনূর্দ্ধ ১৪ বাল বিভাগে হুগলির ভাস্কর দাস ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন। অন্যদিকে অনূর্দ্ধ ১৪

বালিকাদের নর্থ চব্বিশ পরগনার ত্রিপর্ণা রায় একইভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়াও তাঁরা বেশ কিছু পদক জিতেছে। অনূর্দ্ধ বালক বিভাগে টেবিল ভল্টে প্রথম স্থান নর্থ চব্বিশ পরগনার নীলাদ্রি সরকার, দ্বিতীয় গৌরব চক্রবর্তী, তৃতীয় শুভদীপ মিত্র। অনূর্দ্ধ ১০ বালিকাদের ফ্লোর এক্সাসাইজে প্রথম হুগলির অরতিত্রা দে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠা পাল ও জয়শ্রী অধিকারি। অনূর্দ্ধ ১৪ ছেলেদের রোমানরিং প্রথম হুগলির ভাস্কর দাস দ্বিতীয় নর্থ চব্বিশ পরগনার সৌরভ পাল, তৃতীয় হুগলির অনিকেত চক্রবর্তী। অনূর্দ্ধ ১২ মেয়েদের অসমতল পরে প্রথম ত্রিপর্ণা রায়। দ্বিতীয় নদিয়ার গৌরী মণ্ডল, তৃতীয় হুগলির সুদীপ্তা গোলদার। এদিন অনুষ্ঠানে সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল জিমন্যাসটিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রবিশংকর দেবনাথ, সাই কোচ রঞ্জিত দাস সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ প্রভাতকুমার বেরা।

হারের পাল্টা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়ান ডে সিরিজে ১-৪ হারলেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের লড়াই মুগ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট সামলোচকদেরও। বস্তুত অজিদের মাটিতে সমানে টক্কর নেওয়ার মতো মানসিকতা এবারের আগে কোনও ভারতীয় দল দেখিয়েছে কিনা সেই আলোচনায় গেলে একমাত্র সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দলের কথা মনে আসছে। প্রথম চারটি একদিনের ম্যাচে ভারতের হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বোলারদের ব্যর্থতা ডুবিয়েছে ধোনির দলকে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এতটাই ভালো লড়েছে যে ছাপিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয় ব্যাটিংকেও। এই হারা সিরিজে ম্যান অফ দ্য সিরিজ রোহিত শর্মার হওয়াটাই তার সব থেকে বড় পরিচয়। রোহিত যেভাবে ব্যাটিং করেছেন। একের পর এক সেঞ্চুরি করেছেন তা অজি বোলারদের কোমর ভেঙে দিয়েছে।

রোহিতকে যোগ্য সঙ্গত করেছেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক বিরাট কোহলি, শিখর ধাওয়ান, অজিঙ্কে রাহানে এবং অধিনায়ক ধোনি। ব্যাটসম্যানদের এই প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশিয়েছেন ভারতীয় বোলাররা।

বিদেশের বাউন্সি পিচে বরাবর কামাল করে থাকেন ভারতের জোরে বোলার, বিশেষ করে সুইং বোলাররা। অথচ ইশান্ত, উমেশ যাদবরা ভুগেছেন ধারাবাহিকতার অভাবে। লাইন-লেন্থ খুঁজে পেতে আগাগোড়া ব্যর্থ এরা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজাদের স্পিনও ভুগিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। সাংবাদিক সম্মেলনে বোলারদের কাঠগড়ায় তুলেছেন স্বয়ং অধিনায়ক ধোনি। সত্যি তো ব্যাটসম্যানরা যে সুযোগ গড়ে তুলেছেন বারংবার তা নিমেষে চুরমার হয়ে গিয়েছে বোলারদের ছেলেমানুষি মানসিকতায়। প্রতি ম্যাচেই তিনশোর মতো রান তুলেও তাই হার মানতে হয়েছে ভারতীয়দের। বোলারদের ব্যর্থতায় কাহিল ধোনি বলেও ফেলেন যে ৩০০ নয় ৩৩০+ স্কোর একমাত্র জেতাতে পারে ভারতকে। ধোনির এই কাতর অনুরোধকে কার্যত সাকার করে শেষ ম্যাচে অর্থাৎ পঞ্চম একদিনের ম্যাচে ব্যাগি গ্রিনদের ৩৩০ রানের পাহাড় প্রমাণ ইনিংসকে ছারখার করে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। বস্তুত রোহিত শর্মা এবং মনীশ পাণ্ডের বিস্ফোরক ইনিংসের ওপর ভর করে ভারত এই জয় তুলে নেয়। অবশ্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখন থেকেই যুক্তি খাড়া করছে যে এবারের অস্ট্রেলিয় বোলিং রীতিমতো দুগ্ধপোষ্য। এই যুক্তি পুরোপুরি উড়িয়ে না দেওয়া গেলেও রোহিত শর্মাদের কৃতিত্বকে কুর্নিশ করতেই হবে।

ওয়ান ডে সিরিজে ভালো লড়াইয়ের পুরস্কার অবশ্য ভারত পেয়ে গেল টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে। যদি আগামি দুটি ম্যাচে ভারত জয় পায় তাহলে ওয়ানডে সিরিজের হারের গ্লানি অনেকটাই কাটাতে পারবে। টি-২০-র প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দলে সামিল হন অভিজ্ঞ যুবরাজ সিং,সুরেশ রায়নারা। তবে এই ম্যাচ জেতানোয় কোহলির ব্যাটিংয়ের কথা সবার আগে বলতে হবে। তাকে যোগ্য সহায়তা করেন রায়না। শেষের দিকে নেমে পর পর দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে ভারতের স্কোর ১৮৮ তে পৌঁছে দেন অধিনায়ক ধোনি। এই রান আজকাল টি-২০-র নিরিখে খুব একটা কিছু নয়। তাও অজি ব্যাটসম্যানদের আটকে দেন পুরো সিরিজে ব্যর্থ বোলাররা।

নবদিগন্ত

ক্রীড়া সাংবাদিক : শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কে অবস্থিত যুব মিতালি সব পেয়েছির আসর প্রাঙ্গণে আসরের উদ্যোগে শিশু উৎসব পালিত হয় ইংরাজি নববর্ষে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রথমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বিকালে ক্যারাটে প্রদর্শনীতে ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়। তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন বাংলাদেশ ও নেপালের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় বিকাল পাঁচটায়। তৃতীয় দিন বিকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সকালে রক্তদান শিবির চালিত হয়। চতুর্থ দিন যাদুখেলা, যোগাসন ও ছোটদের সঙ্গীত সন্ধ্যার আসর বসে।

শরীরশিক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার ৫২তম শরীরশিক্ষা শিবির গত ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ডায়মন্ড হারবারের মাথুর ননীলাল হাইস্কুলে। ৫ দিনের এই আবাসিক শিবিরে যোগ দেয় বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রী। ঘড়ির কাটাকেও হার মানিয়ে অভাবনীয় নিয়ম শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতায় চলা এই শিবিরে কুচকাওয়াজ, ব্রতচারি সহ শেখানো হয় নানা ব্যায়াম।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা অতিথিদের সামনে প্রদর্শিত করে নানা ব্যায়াম চর্চা। শেষ দিন উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি, সম্পাদক বিধায়ক দীপক মণ্ডল, জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংঘের আপনজন ক্ষিতি গোস্বামী, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রত্যেক অতিথিকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে গার্ড অফ অনার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সমগ্র শিবির ও অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন ক্যাম্প কমান্ডার মানস নস্কর। আগাগোড়া এই শিবিরকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতে আন্তরিকভাবে অবদান রয়েছে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের।

ভোটার দিবসে হুগলিতে পথদৌড়

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৪ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলায় এক পথদৌড় অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন হুগলি জেলার চুঁচুড়া জেলাশাসকের দপ্তর থেকে এই পথদৌড় শুরু হয়। ওই পথদৌড়ে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সঞ্জয় বনসল, মহকুমা শাসক সুদীপ সরকার, পুলিশ সুপার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুরপিতা গৌরীকান্ত মুখার্জি প্রমুখ।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, একই দিনে জেলার প্রায় ৫৯ জায়গা থেকে এই পথদৌড় শুরু হয়। আগ্রহ সহকারে এই পথদৌড়ে সবাই অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২৭৫ কিমি পথ জুড়ে এই পথদৌড়টি আয়োজিত হয়। মূলত ভোটদান সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পথদৌড়ের আয়োজন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়।

মনের খেয়াল

রবি কিংবা রবিন

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

রবিন হেমব্রম বিছানায় বসে আছে। সদর হাসপাতালে মাস খানেক চিকিৎসাধীন থাকবার পর আজই তার ছুটি হয়েছে। বাড়ি থেকে যারা নিতে এসেছে তারাও কাছাকাছি অপেক্ষা করছে। রবিন হেমব্রমের বড় ছেলে গিয়েছে ভ্যান ভাড়া করতে যাতে সকলে একসঙ্গে যেতে পারে।

দেখা গেল, সিরিঞ্জ হাতে এক নার্স বেডে বসা রবিনের দিকে এগিয়ে আসছে। রবিনকে ইঞ্জেকশন দিতে উদ্যত হতেই সকলে জানাল, ওনার তো ছুটি হয়ে গিয়েছে, কিসের ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন? নার্স মহিলা রবিনের হাতটা স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রবি কিস্কু তো? রবিনের মেয়ে বলল, না, না বাবার নাম তো রবিন, রবিন হেমব্রম।

সিরিঞ্জ এর সূচটা হাতে ঠেকিয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ থেকে নার্সটি বলল, ঐ হল রবি না হয় রবিন। আপনাকে দেওয়ার কথাই তো বলল। রবিনের মেয়েটিও বেশ স্মার্ট, জানতে চাইল, এটা কিসের ইঞ্জেকশন?

—ভিটামিন বি এর

শুনে রবিনের মেয়ে ভাবল, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়েছে, রোগীর ছুটি হয়ে যাবার পরও কর্তৃপক্ষ কত কর্তব্য পরায়ন! যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে সে জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা।

সবাই বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরল। সরকারি হাসপাতালে এখন কত সুব্যবস্থা, সে কথা গ্রামের সবার মুখে মুখে। সপ্তাহ দু'য়েক রবিন বেশ ভালাই ছিল। তারপর ক্রমশঃ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করল। প্রথমে দেখা গেল হাঁটতে গেলে শরীর টলমল করছে, তারপর শুরু হল মাথ ঘোরা। একদিন সকালে দেখা গেল মুখাবয়ব বেশ ফুলেছে, শরীরের বিভিন্ন অংশে লাল চাকা চাকা দাগ। স্থানীয় ডাক্তারকে দেখিয়ে সাময়িক উপশম হলেও আরও নূতন উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্টের জন্য রবিনের একদিন খুব খারাপ অবস্থা হওয়ায় আবার সেই সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল।

ইমার্জেন্সিতে রবিনকে নিয়ে যখন সকলে ব্যস্ত, তখন ওদের অলক্ষ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা রবি কিস্কুর নিথর দেহটি অন্য একটি গেটে অপেক্ষমান শবযানে তোলা হচ্ছিল।

বাহাত্তর ঘন্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেও রবিনকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। হাসপাতালের সেই গেটে আজ একটি শবযানের পরিবর্তে দুটি ভ্যান অপেক্ষারত। একটি রবিনের একার, অন্যটি শোকগ্রস্ত পরিবার ও গ্রামবাসীদের জন্য।

কৌশিক গুড়ে, বিশেষ ছাত্র, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

কি করে পেন আবিষ্কার হলো

কথায় বলে কলমের জাদু। লেখা হচ্ছে সভ্যতার একটি অনবদ্য আবিষ্কার। লেখার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে বিশ্বের ইতিহাস। কলম আবিষ্কারের আগে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খোদাই করে লেখা হতো। আঁকাও হতো। যেরকম আমরা নিদর্শন পাই মিশরের পিরামিডে এবং গুহার মধ্যে। মাঝে মাঝে মানুষ গাছের রস অথবা পশু পাখির রক্তের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে লেখার চেষ্টাও চালিয়েছেন। আস্তে আস্তে আবিষ্কার হয়েছে চক কিন্তু সেটা স্থায়ী ছিল না। চিনের মানুষেরা উটের লেজটিকে আঁকার তুলি হিসাবে ব্যবহার করে লিখতেন।

সম্ভবত প্রথম পেন বা কলম তৈরি করেন মিশরের মানুষেরা। তারা তামার টুকরো একটি গাছের ডালে লাগিয়ে কলম তৈরি করে। প্রথম লেখা আরম্ভ করেন গ্রীকের লোকজন। ৪০০০ বছর আগে। তারা কলম তৈরি করে ধাতু বা হাড় দিয়ে। এবং লেখে একটি মোমের আস্তরণের উপর। এরপর তারা প্যাপিরাসের ওপর লেখা শুরু করে কাচের ফাঁকা টিউব কালির মধ্যে চুবিয়ে।

মধ্য যুগে যখন কাগজের আবিষ্কার হলো তখন কাক হাঁস বা অন্যান্য পাখির লেজের দিকের পালক দিয়ে কলমের কাজ চালাতো। পালকের শেষের অংশটিকে ছুঁচালো বানিয়ে নিয়ে কালির মধ্যে ডুবিয়ে কাগজে লেখা হতো। পেন শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ পিন্না থেকে যার অর্থ পালক। তবে হাজর বছর পর এই পালকের কলম কে সরিয়ে দেয় স্টিল দিয়ে তৈরি কলম। যার আবিস্কার হয় ইংল্যান্ডে ১৭৮০ সালে। কিন্তু সেটাও ৪০ বছর পর আর চলে নি। প্রথম ফাউন্টেন পেন যা আমরা এখন ব্যবহার করি লেখবার জন্য সেটি আবিষ্কার হয় ইউনাইটেড স্টেটস-এ ১৮৮০ সালের কাছাকাছি। এই ফাউন্টেন পেনের নিব তৈরি হতো ১৪ ক্যারেট সোনা দিয়ে এবং ডোবানো হতো অসমিরিডিয়াম বা

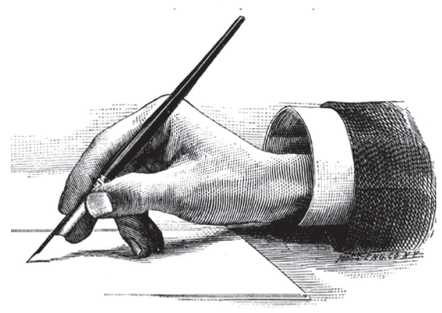

ইরিডিয়াম-এ। এগুলো হলো খুব মসৃন যা সাহায্য করে খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজ ভাবে লেখবার জন্য।

এখনকার যা বলপেন যেটা দিয়ে আমরা এখন লিখি আবিষ্কার হয় বিংশ শতাব্দিতে। লেখার জায়গায় রয়েছে ছোট্ট একটি বল যা তৈরি হয় ক্রম স্টিল দিয়ে।এবং যার পরিমাপ ১মিলিমিটার। এই বলটি একটি ছোট্ট সকেটের মধ্যে বসানো রয়েছে। যেটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে আর এ কালি নেয় ভিতরের একটি কালি ভরা রির্জাভারের থেকে যেটা আমরা বলি রিফিল।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com